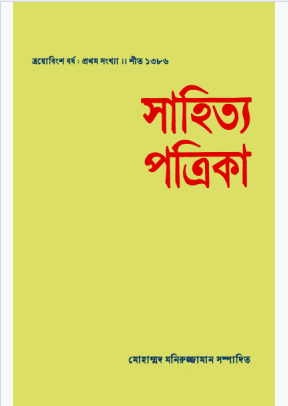

Vol. 23 | No. 1 | 1979

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

যশোর জেলার লোকসাহিত্য : ছড়া

Volume	23
Issue	1
Year	1979
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মুস্তাফা মাসুদ
Published online	December 1, 1979
DOI	10.62328/sp.v23i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v23i1.8
Pages	154-209
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

যশোর জেলার লোকসাহিত্য : ছড়া

মুস্তাফা মাসুদ

প্রসঙ্গ-কথা

১.

'খর্জ্জুর-বীথি নারকেল তরু মাঠঘাট মনোহর। কীর্তিমহান সীমান্ত-জেলা আমাদের যশোহর' লোক-সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ লীলাক্ষেত্র। লালন শাহ্, পাগলা কানাই, পাঞ্জু শাহ্, দুদ্দু শাহ, ইদু বিশ্বাস, মোসলেম বয়াতী, হাকিম চাঁদ, মেহের চাঁদ, কলম বিশ্বাস, হাকিম বিশ্বাস, বিনোদ বিশ্বাস, আরজার শেখ, জিতু বিশ্বাস, বাছের বিশ্বাস, আদম শাহ্, কছিম বয়াতী, আছিরদ্দি বয়াতী, আবদুল মোল্লা, পাঁচ কড়ি বয়াতী, বাল্লক মিস্ত্রী, রইস মোল্লা, জামাল বয়াতী, কালাচাঁদ, জয়নাল বয়াতী, মান্দার খাঁ, আহাদ সরদার, তোরাপ খাঁ, মৌলভী আছাম[১] প্রমুখের দানে যশোরের লোকসংগীতের ভাণ্ডার যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে, তেমনি লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানেও যশোর জেলা কম সমৃদ্ধ নয়। অসংখ্য ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, মন্ত্র, লোকাচার, লোকসংস্কার, লোককাহিনী, লোকসংগীত, মেয়েলী গীত, লোকনাট্য, লোককৌতুক যশোরের গ্রামাঞ্চলে ছড়ানো রয়েছে—যেগুলো বাংলা লোকসাহিত্যের গৌরবময় সম্পদ; বাঙালি-সংস্কৃতির ঐতিহ্যময় অভিজ্ঞানে সমুজ্জ্বল।

২.

আজকের দিনে অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই যে, লোকসাহিত্য এবং লোক-সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় অস্তিত্বের, জাতীয় সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ রচনা করেছে। জাতির মূল ধমনী-স্পন্দন, সভ্যতা-সংস্কৃতি লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্যেই ".....In order to know a country properly, to be able to form some idea of the thoughts and aspirations that animate it, we have to establish contact with its masses. It is folk-literature that preserves the minutest details of the history of the evolution of thought and civilisation of a country and its people."[২]

---

১ এঁর পুরো নাম আবদুস সায়েম মৌলভী—চিশতীয়া তরীকার পীর এবং 'ইছালী সম্প্রদায়'-এর প্রবর্তক। এই সম্প্রদায় অবিশ্রান্ত জিকির (আঞ্চলিক ভাষায়--'জজম') এবং সুর-সাধনার মাধ্যমে পরম প্রভুকে পাওয়ার অর্চনা করেন। স্বীয় ধর্মমতের বিশ্লেষণ উপলক্ষে 'পীর আছাম' অসংখ্য আধ্যাত্মিক গান রচনা করেন।

২ Kabir Chowdhury, See Dr. Mazharul Islam : *A History of Folktale Collections in India and Pakistan*, "Forword", 1st edn. 1970, Bengali Academy.

লোকসমাজের বুনিয়াদের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে উচ্চতর সমাজের সুরম্য প্রাসাদ। আর লোকসমাজ-উদ্ভূত যে লোকসাহিত্য, তা অনিবার্যভাবে উচ্চতর সাহিত্যের ভিত্তিমূল। সব দেশের সাহিত্যসংস্কৃতির প্রাথমিক পর্যায়ে একচ্ছত্র আধিপত্য করেছে লোকসাহিত্য, লোকসংস্কৃতি। লোকসাহিত্যের আবহমান ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে উচ্চতর সাহিত্যের গৌরবময় চলার পথ তৈরী হতে পারে না।

সমগ্র জাতিকে, জাতির সাহিত্যসংস্কৃতি তথা সামগ্রিক প্রাণসত্তা ও চেতনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত হ'তে হ'লে লোকসাহিত্যের পর্যালোচনা অপরিহার্য। ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ-প্রবচন, মন্ত্র, লোককাহিনী, লোকসংগীত, মেয়েলী গীত, লোকনাট্য এবং অন্যান্য লোকাচার ও লোকসংস্কারের মধ্যে আনন্দ, বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার সাথে সাথে সামাজিক (Sociologcal), নৃতাত্ত্বিক (Anthropological), এবং জাতিতাত্ত্বিক (Ethnological) অনেক মূল্যবান উপকরণ লুকিয়ে থাকে—যেগুলোর মাধ্যমে ".....Every child learns something of the mores and stock of accumulated knowledge and prejudice ofhis forefathers."[৩] তাই লোকসংস্কৃতি এবং "--লোকসাহিত্যকে অস্বীকার করে কোনও জাতির সংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করা চলে না।[৪]

৩.

লোকসাহিত্যের আরও একটা বাস্তব গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়—বাস্তবিকই লোকসাহিত্যকে আঞ্চলিক শব্দের মহাকোষ (Encyclopedia) বলা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসাহিত্যে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের মানুষের কথ্য বাচনভঙ্গির সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক প্রয়োগ দেখা যায়। শব্দার্থ-পরিবর্তনের ধারা (Semantics) সম্বন্ধে পরিপূর্ণভাবে অবহিত হতে হলে এ-সমস্ত কথ্য বাচনভঙ্গি ও লোক-শব্দের সাথে পরিচয় ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কোনো দেশেরই অভিধান (Dictionary) সম্পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করতে পারে না, যদি না সেখানে আঞ্চলিক শব্দ সংকলন করা হয়। লোকসাহিত্য এই সম্পূর্ণাঙ্গ অভিধান-প্রণয়নের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করে। তুলনামূলক ভাষাতাত্ত্বিক (Comparative Philology) গবেষণার ব্যাপারেও কথ্যবাচনভঙ্গি ও লোক-শব্দের পর্যালোচনা অপরিহার্য।

৪.

বাংলার লোকসাহিত্য নির্ভেজাল বাঙালি-সংস্কৃতি, মানুষের চিন্তা-চেতনা এবং দেশজ আবহের প্রতিনিধি। এই সাহিত্যের ব্যাপক সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমাদের আত্ম-আবিষ্কার করতে হবে। অতীতে ফিরে যাওয়া নয়, বর্তমানের পাদদেশে দাঁড়িয়ে এটা ঐতিহ্যের আবিষ্কার, ভিত্তির আবিষ্কার। আমরা যে ভুঁইফোঁড় নই, এবং কোন জাতিই যে হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠেনা—উঠতে পারে না, এটা প্রমাণের জন্য জাতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য আমাদের ব্যাপক-ভাবে লোকসাহিত্য এবং লোকসংস্কৃতির সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং পর্যালোচনা করতে হবে। জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ ছাড়া মাঝপথে কোনো সভ্যতা-সংস্কৃতির শুরু হতে পারে না।

---

৩ Julias Gould & William L. Kolb edited : *A Dictonary of the Social Science*, 4th Printing, 1967, P. 723

৪ সৈয়দ আলী আহসান। মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী-কৃত "লোকসাহিত্যে ছড়া", ২য় সংস্করণ, ১৯৬৮, 'প্রথম সংস্করণের প্রসংগ-কথা'।

৫.

'ছড়া' লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। লৌকিক মানুষের সহজ, স্বাভাবিক এবং স্বচ্ছন্দ মানসিকতা, চিন্তা-চেতনা, জীবন-চিত্র এবং মনোভঙ্গির অকৃত্রিম অভিব্যক্তিতে ছড়াগুলো বিশিষ্ট। জাতি-সত্তার স্বচ্ছন্দ-প্রবাহী নির্মল স্রোতোধারাটি, স্নেহ-প্রেম-ভালোবাসা এবং মমতার অণুতে গড়া এক নির্মল রঙিন ভুবন ছড়ার মধ্যে জীবন্ত।

'ছড়া' ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর কবিতা—'শিশু-সাহিত্যের রোমান্স।' অবশ্য শুধু শিশুদের জন্যই নয়; বয়স্কদের উপযোগী ছড়াও রয়েছে। এই ছড়াগুলো সংহত আবেগানুভূতি এবং জীবন-চিত্রের এক-একটা নিটোল মনুমেন্ট। মোটকথা, ছড়া শিশু-কিশোর এবং বয়স্কদের "অপরিমিত অবকাশের আনন্দসঞ্চয়।"

"অপরিমিত অবকাশের আনন্দসঞ্চয়" হয়েও ছড়াগুলো আবার সামাজিক পারিবারিক এবং জাতীয় জীবন-চিত্রের অনেক মূল্যবান স্মৃতির জীবন্ত, ছন্দোময় এ্যাল্‌বাম।

তাই একদা রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, "----আজকাল এই ছড়াগুলি লোকে ক্রমশঃই বিস্মৃত হইয়া যাইতেছে। সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতে ছোটোবড়ো অনেক জিনিস অলক্ষিতভাবে ভাসিয়া যাইতেছে। অতএব জাতীয় পুরাতন সম্পত্তি সযত্নে সংগ্রহ করিয়া রাখিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে।"[৫]

সংগ্রহ

যশোর জেলা থেকে সংগৃহীত ছড়াগুলোকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়:

১. শিশু-ভুলানো ছড়া;
২. বালক-বালিকাদের আনন্দের ছড়া;
৩. কিশোর-কিশোরীদের ছড়া;
৪. বয়স্কদের ছড়া;

১. শিশু-ভুলানো ছড়া

দুরন্ত প্রাণচঞ্চল শিশুর সম্মোহনী গান—শিশু-ভোলানো ছড়া। শিশু যখনই তার খেয়ালীপনা আর দুরন্তপনা দিয়ে মা, ভাই, বোনকে বিব্রত ক'রে তুলেছে, তখনই তাকে বশীভূত করতে চিরকাল মা-বোনেরা ছড়ার যাদুস্বরের আশ্রয় নিয়েছেন।

ক. ঘুমপাড়ানি ছড়া

(১)

আয়রে বাদুর বয়রে[৬] ডালে,
ভাত দেবো তোরে সোনার থালে

---

৫ 'ছেলে-ভুলানো ছড়া': ২; "লোকসাহিত্য"।

৬ বয়রে < বস্‌রে।

খাবিনবি[৭] ক্যারক্যারাবি[৮]
রূপবানরে ঘোম[৯] পড়াবি ।।

পাঠান্তর

আয়রে পাখি বয়রে ডালে
ভাত দেবো তোর[১০] সোনার থালে ।
খাবিনবি ক্যাচক্যাচাবি[১১]
মণির চোহি[১২] ঘোম দিবি
তয়রে পাখি উড়ে যাবি ।।*

(২)

ও—ও—ও—
মণি ঘোম পড়ে ।
হাটের ঘোম মাঠের ঘোম
পথে বসে কান্দে ।
মণির নাগোল[১৩] পা'য়ে[১৪] ঘোম
চোখ বুঁজোয়ে[১৫] ধরে ।।

(৩)

মণি কান্দে ভ্যাঁ[১৬]
কাঠকুরোলির[১৭] ছা'
গুয়োবনে ছা'ড়ে[১৮] দিলি[১৯]
যু কুড়োয়ে[২০] খা' ।।

(৪)

টাইরে টুবোনি[২১]
সড়া[২২]গাছের বুবোনি ।[২৩]
সড়া গাছটা নড়ে চড়ে
দাঁড়-কায়োডা[২৪] পড়ে মরে ।।

---

৭. খাবিনবি < খাবিদাবি, অর্থাৎ খাওয়া-দাওয়া করবি ।। ৮. ক্যারক্যারাবি < ক্যারক্যার (এক ধরনের শব্দ) করবি ।। ৯. ঘোম<ঘুম ; 'উ' স্থলে 'ও' উচ্চারণ যশোরের' আঞ্চলিক জিহ্বার সাধারণ বৈশিষ্ট্য ।। ১০. তোর <তোরে <তোকে ।। ১১. ক্যাচক্যাচাবি < ক্যাচক্যাচ (আনন্দ প্রকাশক শব্দ) করবি ।। ১২. চোহি<চোখি<চোখে ; 'এ' স্থলে 'ই' এবং 'ক' অথবা 'খ' এর স্থলে প্রায়ই 'হ' উচ্চারিত হয় ।। ১৩. নাগোল<নাগাল ।। ১৪. পা'য়ে < পেয়ে বাগযন্ত্রের তীর্যক উচ্চারণ ।। ১৫. বুঁজোয়ে < বুঁজিয়ে, বন্ধ করে ।। ১৬. ভ্যাঁ=ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে ।। ১৭. কাঠকুরোলির<কাঠ-বেড়ালীর ।। ১৮. ছা'ড়ে<ছেড়ে ।। ১৯. দিলি<দিলে ।। ২০. কুড়োয়ে <কড়িয়ে ।। ২১. টাইরে টুবোনি=অর্থহীন ব্যঞ্জনা প্রকাশক শব্দ ।। ২২. সড়া<শ্যাওড়া ।। ২৩. বুবোনি=অর্থহীন ব্যঞ্জনা প্রকাশক শব্দ ।। ২৪. কায়ো<হিন্দী কাউয়া—কাক ।।

* আরও পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত যশোর-খুলনার ছড়া, ১ম সং, বাংলা একাডেমী ।। ছড়া নং ১২৮, পৃ. ১৮৮

(৫)

মণি নাচে আলুর গাছে
মণির ঠ্যাং ধরেছে বোয়াল মাছে।
মণিরি[২৫] নিতি[২৬] চায়
গড়নপাতি[২৭] দিতি[২৮] চায়।।

পাঠান্তর

শিল্পী নাচে আলুর গাছে
শিল্পীর ঠ্যাং ধরেছে বো'ল[২৯] মাছে
ও শিল্পী তুই ফিরে আয়,
বাগডাঙ্গারা[৩০] নিতি চায়
ঢাকাই শাড়ী দিতি চায়।।

(৬)

আয় আয় চাঁদ
ধান ভানতি[৩১] কুঁড়ো[৩২] দেবো
মাছ কুটতি[৩৩] মুড়ো দেবো
এক থাল ভাত দেবো
এক বাটি দুধ দেবো
আয় আয় চাঁদ
মণির কপালে টিপ্ দিয়ে যা।।*

পাঠান্তর

আয়রে চাঁদ আয়
নড়েচড়ে কলাগাছের পরে।
গাই দোয়ায়ে দুধ দেবো
ভারা-ভানা ক্ষুদ দেবো
মণির কপালে টিপ্ দিয়ে যা।

(৭)

ঢোলে ময়না ঢোলে
শাগ[৩৪]-বাগুনডা[৩৫] তোলে
শাগ-বাগুনডা সেজেনা[৩৬]
ময়না আমার বোঝেনা।।

---

২৫. মণিরি<মণিরে<মণিকে।। 'এ' ধ্বনির 'ই' প্রবণতা।। ২৬. নিতি<নিতে।। ২৭. গড়ন পাতি<গয়নাপাতি<গহনাপত্র।। ২৮. দিতি<দিতে।। ২৯. বো'ল<বোয়াল।। ৩০. বাগডাঙ্গারা= বাগডাঙ্গা গ্রামের লোকেরা।। ৩১. ভান্‌তি=শুদ্ধপাঠ ভেনে।। ৩২. কুঁড়ো=চাউলের' রেণু।। ৩৩. কুট্‌তি=শুদ্ধপাঠ কুটে।। ৩৪. শাগ<শাক। যশোরের আঞ্চলিক উচচারণে কখনও কখনও 'ক' ধ্বনির 'গ' রূপান্তর হয়; যেমন, শগুন<শকুন।। ৩৫. বাগুনডা<বেগুনটা। অন্ত্যের 'টি' 'টা' ধ্বনির 'ড' ধ্বনিতে রূপান্তর যশোরের আঞ্চলিক উচচারণে ব্যাপকভাবে দেখা যায়; ৩৬. সেজেনা=সিদ্ধ হয়না।।
* আরও পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: যশোর-খুলনার ছড়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭, ছড়া নং ১২৭

পাঠান্তর

ঢোলে ময়না ঢোলে
কল্‌সী দিদির কোলে
না ঢুলতি পা'রে[৩৭] ময়না
মামা ডাক ছাড়ে ।।*

(৮)

আ-লে-লে-লে[৩৮]
আলের মা'র কুড়ো[৩৯] নেলো[৪০]
পাতিশিয়েলে ।।

(৯)

মণি তুমি কা'ন্দেনা প্যাঁচায় ধরে নেবে,
তোমার মামু মহাজনে রকেট গড়ে দেবে ।।

(১০)

আমার মণি ঢোলে
রাজকুমারীর কোলে ।।

(১১)

মণি ঢোলে ঢোলে
শান্তি-বুড়ির কোলে।
সাগর ছেঁচে পাইছি মণি
দেবোনা কারো কোলে ।।*

খ. শিশু-বিষয়ক আনন্দের ছড়া

শুধু ঘুম পাড়ানোর জন্যই নয়, শিশু-মনোরঞ্জনের জন্য, শিশুকে ভুলিয়ে রাখার জন্য অন্যবিধ ছড়ার ব্যবহারও দেখা যায়।

(১২)

তাই তুড় তুড় তুড়ো,[৪১]
ভাঙলো খাটের খুরো।

---

৩৭. পা'রে<পেরে ।।　৩৮. আ-লে-লে-লে=জিভের অগ্রভাগ ও উপর-পাটির সম্মুখস্থ দন্ত্য-মূলের সহযোগে উত্থিত ধ্বনি—মোরগ-মুরগীর সাংকেতিক বিপদ-সংকেত ।।　৩৯. কুড়ো<কুক্‌ড়ো, মোরগ বা মুরগী ।।　৪০. নেলো<নিল। আদ্যের 'ই' ধ্বনির 'এ'-তে রূপান্তর ।।　৪১. তাই তুড়……অর্থহীন ব্যঞ্জনা প্রকাশক ধ্বনি-প্রধান শব্দমালা।

* আরও পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : যশোর-খুলনার ছড়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯০, ছড়া নং ১৩০

মণির নাচন দেখে গেলো
পানি ঘাটার বুড়ো ।।

(১৩)

চান্দের মা বুড়ি
খায় গুড়াদি[৪২] মুড়ি
ঠ্যাঙ্গের পরে ঠ্যাং থুয়ে
বাজায় গুড়গুড়ি[৪৩] ।।

(১৪)

মণি নাচে আড় পায়
ডুগরী[৪৪] কিনে দেবো পায়
কোন্ বিটারা[৪৫] বা'য়ে[৪৬] যায়
মণির নাচন দেখে যায় ।।

(১৫)

চিৎ হয়ে শুয়ে, হাঁটু ভেঙে উঁচু ক'রে তার ওপর শিশুকে উপুড় ক'রে শুইয়ে দিয়ে ছড়া কাটা হয়:

তাল ঘুঘুসি
পিড়ে চাচ্ছে।
কে বস্‌পে ?[৪৭]
—বউ বস্‌পে।
—বউ কনে গেছে ?
—পানি আনতি।
—পানি কনে[৪৮] গেছে ?
—হাটে গেছে।
—হাট কনে গেছে ?
—মিলে গেছে ।

রাজার ম'ায়ে হাঁড়ি কুড়ি সরাও
তালগাছ প'লো[৪৯] প'লো...

সাথে সাথে শিশুকে কা'ৎ করে একপাশে আস্তে গড়িয়ে দে'য়া হয়। শিশু আনন্দে আটখানা হয়।

---

৪২. গুড়াদি<গোটা দুই ।। ৪৩. গুড়গুড়ি<গড়গড়া, পিতলের হুক্‌কা বিশেষ ।। ৪৪. ডুগরী<ঘুঙুরী (?) ৪৫. বিটারা<বেটারা, লোকেরা ।। ৪৬. বায়ে<বেয়ে ।। ৪৭. বস্‌পে<বসবে। 'ব' ধ্বনির 'প' ধ্বনিতে রূপান্তরের ব্যাপক প্রবণতা দেখা যায় যশোরের আঞ্চলিক উচ্চারণে; যেমন, আসপে<আসবে, কাটপে<কাটবে ইত্যাদি ।। ৪৮. কনে>কোহানে=কোথায় ।। ৪৯. প'লো<পড়ল, 'ড়' ধ্বনির লোপ।

(১৬)

মণি নাচে আলুর গাছে
ফ্যাঁপ[৫০] ধরেছে বোয়াল মাছে।
মণি সেখানে কি করে?
ফুল তোলে আর গান করে।।

২. বালক-বালিকাদের আনন্দের ছড়া

ক. ক্ষেপানো ছড়া

(১৭)

আতা গাছে পাতা নেই
টেড়ী মাগীর ভাতার[৫১] নেই ।।

(১৮)

আয়সা তিন পয়সা
তিন বাজারের খই
আমার আয়সা বিবি কই।।

(১৯)

আমেনা আম গাছ্‌তে[৫২] নামেনা,
ভাত দিলি তা' খায়না
ঘি দিলি তা' থোয়না[৫৩]
আমি কি তা' জানি না ।।

পাঠান্তর

জামেলা
জাম গাছ্‌তে ওলেনা,[৫৪]
ভাত দিলি তা' খায়না
ভাতার না হ'লি[৫৫] শোয়না ।।

পাঠান্তর

জামেলা
জাম গাছ্‌তে ওলেনা
পিড়ে না হ'লি বসে না
পালকি না হ'লি যায়না
ভাতার না হ'লি শোয় না ।।

---

৫০. ফ্যাঁপ<ফণা, মাথা উঁচু করা।। ৫১. ভাতার<সংস্কৃত ভর্তা=স্বামী (অসৌজন্যমূলক)।।
৫২. গাছ্‌তে<গাছ্ থেকে।। ৫৩. থোয়না=রাখেনা।। ৫৪. ওলেনা=নামেনা।। ৫৫. হলি<হ'লে।।

(২০)

মোস্ত[৫৬] বাবা গোস্ত খাবা
ঝাল নাগলি[৫৭] পানি খাবা ।।

(২১)

ও আমার আল্লাদি[৫৮]
বউমোতের[৫৯] মা,
ভাত রান্ধে তা' ফোটেনা,
ডা'ল রান্ধে তা' ঘোটেনা
ও আমার আল্লাদি
বউমোতের মা ।।

(২২)

আ'তে[৬০] ভ্যাদা[৬১] শিয়েল খ্যাদা
মট্‌কে[৬২] ধানের খই,
বাড়ি যা'য়ে দেখগে তোর
কান-কাটা বউ ।।

(২৩)

উস্তাজী[৬৩] উস্তাজী
আপনার বোলে[৬৪] বিয়ে
কোল্‌কাতায় দেহে[৬৫] আইছি
ঘোড়ায় চড়া মেয়ে ।।

(২৩)

রাঙা নটি[৬৬] জলের ঘটি
জল ডুগ ডুগ করে
হল্‌দে কাপড় না'ড়ে[৬৭] দিয়ে
বল্‌দে[৬৮] ভাতার ধরে ।।

(২৪)

আয়সা বিবি কলের ছবি
কল ঘুরোলি পয়সা পাবি

---

৫৬. মোস্ত<মোস্তফা ।। ৫৭. নাগলি<লাগলি<লাগলে ; যশোরের আঞ্চলিক উচ্চারণে প্রায়ই 'ল' ধ্বনি 'ন' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয় ; যেমন, লাল>নাল ; লাঙল>নাঙল ; লাঠি>নাঠি ইত্যাদি। নিরক্ষর স্ত্রীলোকদের জিহ্বায় এই বিকৃতি ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয় ।। ৫৮. আল্লাদি<আহ্‌লাদী—আদরিণী ।। ৫৯. বউমোতের=রহমতের (?) ।। ৬০. আ'তে<আতিয়ার (নাম), অসৌজন্যমূলক ।। ৬১. ভ্যাদা=এক রকমের স্থূল বুদ্ধির মাছ ; এখানে বোকা, নির্বোধ ।। ৬২. মটকে<মট্‌কা, শক্ত—যা' সিদ্ধ নয় ।। ৬৩. উস্তাজী<উস্তাদজী ।। ৬৪. বোলে=না-কি ।। ৬৫. দেহে<দেখে ।। ৬৬. নটি=যশোরের প্রচলিত অর্থ—চরিত্রহীন, কুলটা ।। ৬৭. না'ড়ে<নেড়ে, বিছিয়ে ।। ৬৮. বল্‌দে=বলদের মতো জোয়ান।

তিন তিন পয়সা
আয়সা না ঘয়সা ।।

(২৫)

আবে[৬৯] নাটি জলের ঘাটি
জল-পেয়াদার বউ,
হাঁড়ি-ভাঙা কলস-কাটা
তারির[৭০] বিটার বউ[৭১] ।।

(২৬)

পাগলী খ্যাতা[৭২] ভ'রে হাগ্‌লি
খ্যাতা নেলো সোঁতে
পাগলী বসে কোঁতে ।।

(২৭)

আলতাপ মিয়াজী,
বাড়ির খবর কি ?
বারো মাসে বারোডা
আরও পোঁয়াতি ।।

(২৮)

তপন বাবু দারোগা
ডিম পাড়েছে[৭৩] বারোডা
বো'র[৭৪] সাথে রাগ ক'রে
ডিম নেছে[৭৫] ভাগ ক'রে।

পাঠান্তর

তারক বাবু দারোগা
ডিম পাড়েছে বারোডা
তারকের বো'র কষ্ট ।।*

(২৯)

হাবিবুল্লা বল আল্লা
ছিঁড়া গেঞ্জী গায়
বিড়ি কিন্‌তি পয়সা পায়না
বউ কিনতি যায় ।।

---

৬৯. আবে<আবি<আবিরণ ।। ৭০. তারির<তা'রে ।। ৭১. বিটার বউ<বেটার বউ ; ছেলের বউ ।। ৭২. খ্যাতা<কাঁথা ।। ৭৩. পাড়েছে<পেড়েছে ।। ৭৪. বো'র<বউয়ের ।। ৭৫. নেছে<নিয়েছে ।।

* আরও পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : যশোর-খুলনার ছড়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮, ছড়া নং ১৯।

(৩০)

হুম্‌রা কানা চৌদ্দ আনা
বরই বেচে খায়
ঘু-র নেংটি মাথায় দিয়ে
শোউর[৭৬] বাড়ি যায় ।।

(৩১)

ছুলেমান কলের গান
কলে উঠে ধান ভান
না পারিস তোর মা-রে আন্‌ ।।

পাঠান্তর

ছুলেমান কলের গান
ক্ষুদ খাসতো মালা আন ।।*

(৩২)

আ- বুল- বুল- বুল
কলা গাছের দুল
আবুলির[৭৭] বো'র মাথায়
অল্প কয়ডা চুল ।।

(৩৩)

ছুলে,[৭৮]
কচুর পাতার তলে
ফুঁ দিলি ফোলে
টিপ্‌ দিলি গলে,
টান দিলি বলে[৭৯] ।।

(৩৪)

বুড়ি যায় গুড়ি গুড়ি
ধরতো বুড়ি নাঙল জুড়ি
বুড়ির মাথায় শালিক নাচে
এই তো বুড়ির বয়েস আছে ।।**

---

৭৬. শোউর<শ্বশুর ।। ৭৭. আবুলির<আবুলের ।। ৭৮. ছুলে<ছুলেমান<সোলায়মান ।। ৭৯. বলে <বাড়ে, বর্ধিত হয় ।।

* সাদৃশ্য লক্ষণীয় : পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৯৯, ছড়া নং ২১।

** পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : পূর্বোক্ত যশোর-খুলনার ছড়া, পৃ. ১০০, ছড়া নং ২৪।

(৩৫)

নূরো[৮০] ঘুরো
শামুক ঘুরো
শামুক নেলো সোঁতে
নূরোর বউ বসে কোঁতে[৮১] ॥

(৩৬)

মোস্তর মা ধান ভানে
　　মোস্ত খায় ক্ষুদ,
চালের পরে মোরগ ডাকে
　　কুরুত্ কুরুত্ ॥

(৩৭)

এ—ঐ—ও—ঔ
মাস্টের মাশা'র দুই বউ ॥

(৩৮)

নারাণে[৮২] ঠ্যাং ফারাণে[৮৩]
ঠ্যাঙে দিলাম কোপ,
বারোলো[৮৪] দুই বোগ[৮৫] ।
বোগে দিলাম আগুণ,
বারালো দুই বাগুন ।
বাগুন দিলাম রান্‌তি[৮৬]
নারাণের বউ বসল কান্‌তি[৮৭] ॥

(৩৯)

উস্তাজী উস্তাজী
ধরলে ইন্দুর করলে কি
ঘু মাখ্‌লো দাড়িতি ॥

(৪০)

আবি,[৮৮] গাবের বীচি খাবি
তোর ট্যাংরা[৮৯] ভাতার মরে গেলি
　　কার কামোই[৯০] খাবি ॥

---

৮০. নূরো<নূরু<নূর মোহাম্মদ, নূর আলী, নূরউদ্দিন, নূর আহম্মদ অথবা নূর হোসেন ॥ ৮১. কোঁতে<কোঁথে, কুঁথুনি দেয়। মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণতা যশোরের আঞ্চলিক ধ্বনি-রীতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য; যেমন, ভাত>বাত; আছে>আচে; হাত>আত; সাথে>সাতে ইত্যাদি ॥ ৮২. নারাণে<নারাণ<নারায়ণ ॥ ৮৩. ফারাণে<ফারাণো=ফাঁক-করা ॥ ৮৪. বারোলো<বেরুল, বের হলো ॥ ৮৫. বোগ=সদ্য গজানো চারা ॥ ৮৬. রানতি<রাঁধতে ॥ ৮৭. কান্‌তি<কাঁদতে ॥ ৮৮. আবি <আবিরণ ॥ ৮৯. ট্যাংরা=মূল অর্থ—এক ধরণের কাটাওয়ালা মাছ বিশেষ অর্থ—ক্ষীণ কায়, রোগা ॥ পংগু; ৯০. কামোই<কামাই—রোজগার ॥

(৪১)

আলম চুদু[৯১] বিলাতে কদু[৯২]
আমড়ারে কয় বেদানা,
আলম চুদুরি[৯৩] ছাগলে কামড়ালি[৯৪]
আলম চুদু আর বাঁচেনা ।।

(৪২)

মীরাগের[৯৫] বাড়ি বাগানের মদ্দি[৯৬]
চ্যারাক আলীগের বাড়ি ফাঁকা—
(=) ঢাকা ------ ।।

(৪৩)

কোতোর[৯৭] কোতোর ময়না,
তোর আজু[৯৮] বিয়ে হয়না ।
কাল দেবো গয়না
আজ দিয়েছি বায়না
কেন্ দেরি তোর সয়না ?

(৪৪)

ফোট্‌কেরে[৯৯] মোট্‌কেরে[১০০]
গবর[১০১] ভা'ঙে দেরে
নোদেগের[১০২] কা'লেনী[১০৩]
পড়াত্[১০৪] মা'রে দেরে ।।

(৪৫)

ছ্যাম্‌ড়া[১০৫]
প্যাট্ কাম্‌ড়া
প্যাটে এট্টা ফোঁড়া
আমি এট্টা ওষোদ[১০৬] জানি
গাব গাছের গোড়া ।।

(৪৬)

ইমান খুড়া[১০৭] মাল্লো[১০৮] মুড়া[১০৯]
দুই বেঞ্চির আড়ে[১১০]

---

৯১. চুদু=বোকা ; নির্বোধ ।। ৯২. বিলাতে কদু<বিলাতী কদু—অঁকেজো, আমড়াকাঠের ঢেঁকি ।। ৯৩. চুদুরি<চুদুরে<চুদুকে ।। ৯৪. কামড়ালি<কামড়ালে ।। ৯৫. মীরাগের<মীরাদের ।। ৯৬. মদ্দি<মধ্যি<মধ্যে । ৯৭. কোতোর<কবুতর ।। ৯৮. আজু<আজো<আজও ।। ৯৯. ফোট্‌কে<ফটিক (তুচ্ছার্থে) ।। ১০০. মোটকে—নিরর্থক ; ফোটকে'—এর সাথে ধ্বনি-ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য ।। ১০১. গবর <গোবর ।। ১০২. নোদেগের<নোদের চানগের<নদের চাঁদদের ।। ১০৩. কা'লেনী=কালো কুৎসিৎ চেহরার মেয়ে ।। ১০৪. পড়াত্=পায়খানা করা ।। ১০৫. ছ্যাম্‌ড়া<ছোড়া<ছোক্‌ড়া<ছেলে ।। ১০৬ ওষোদ<ওষুধি ।। ১০৭. ইমান খুড়া<ইমান আলী খোঁড়া ।। ১০৮. মাল্লো<মারল ।। ১০৯. মুড়া <মোড়া—কা'ৎ হয়ে' হয়ে' ।। ১১০. আড়ে<আড়ালে, আড়ালে, অন্তরালে ।।

কাঠবিরেলে[১১১] হা'গে দেলো
ইমান খুড়ার ঘাড়ে ।।

(৪৭)

হবির[১১২] মা'য়ে নবী[১১৩]
নবীর মা'য়ে কবি[১১৪]
তোর বিয়ে কি হবি[১১৫] ?
দিনি দিনি[১১৬] হবি ।।

(৪৮)

ছুটু[১১৭] মুটু মাল্‌সা-পুঁটু[১১৮]
ইন্দুরি খায় ধান,
ছুটু তুই যাঁতি[১১৯] ধরে টান ।।

(৪৯)

মোনোর[১২০] ডাল ঘন
ও মোনোরা মোনোরা,
কানের তা'[১২১] গড়িছি[১২২]
কাগজে মড়িছি[১২৩]
কানে নিলে না ।।

খ. আনন্দ-প্রকাশক বিবিধ ছড়া

(৫০)

ও আজো[১২৪] আজোরে
তেঁতুল গাছের গোড়ায়রে
নিমাই পাখি[১২৫] ডাকেরে।
কাল আমারে মারলি ক্যা[১২৬] ?
হাতের চুরি ভাঙ্‌লি ক্যা ?
আনতি কইচি কাচের চুরি
আ'নে থোয়ছে[১২৭] ঢাকাই শাড়ী
তা' কি আমরা পিন্‌তে[১২৮] জানি ?
হাঁ'টে[১২৯] যাবো বাপের বাড়ি
ছেঁড়ব তোর চাপ-দাঁড়ি ।।

---

১১১. কাঠ-বিরেলে<কাঠবিড়ালে ।। ১১২. হবির<হবিবরের ।। ১১৩. নবী<নবীরণ ।। ১১৪. কবি <কবিরণ। ১১৫. হবি<হবে ।। ১১৬. দিনি দিনি<দিনে দিনে ।। ১১৭. ছুট<ছোট—আদরসূচক ডাক নাম ।। ১১৮. মালসা-পুঁটু=মালসার মতো অর্থাৎ অত্যন্ত চওড়া পাছা যে মেয়ের ।। ১১৯. যাঁতি= যাঁতাকল—ইঁদুর ধরার যন্ত্র; ১২০. মোনোর<মনোয়ারার; ১২১. কানেরতা=কানের অলংকার— ইয়ারিং ।। ১২২. গড়িচি<গড়েছি; ১২৩. মড়িচি<মুড়েছি—আচ্ছাদিত করেছি ।। ১২৪. আজো< আজিজন ।। ১২৫. নিমাইপাখি=এই নামের কোনো পাখির নাম শোনা যায় না ।। ১২৬. ক্যা<ক্যান্ <কেন ।। ১২৭. থোয়চে<থুয়েছে—রেখেছে ।। ১২৮. পিনতে=পরতে ।। ১২৯. হাঁটে<হেঁটে— বাগ-যন্ত্রের কা'ৎ উচ্চারণ।

(৫১)

আমেনা মোমেনা
কাঁঠালের কোষ
আমেনা পা'দে[১৩০] দিলি
মোমেনার দোষ ।।

(৫২)

আঞ্জু-মাঞ্জু তালের আঁশ
আঞ্জুর বিয়ে ভাদর মাস।
আঞ্জুর সাথে যাবে কে?
যবুনারে[১৩১] ডাক দে।
যবুনার নাক কি?
শাহাবদ্দির[১৩২] পালকি।
পালকি যাবে কোমিন দে[১৩৩]
তুঁতামিয়ার[১৩৪] খালদে।
তুঁতা দেলো ঢ্যাক্‌কা[১৩৫]
চলে গেলো মক্‌কা ।।

পাঠান্তর

আমনি আমনি তালের আঁশ
আমনির বিয়ে ভাদর মাস।
আমনির সাথে যাবে কে?
কালেনীরি পাঠায় দে।
পালকি যাবে কোহান দে[১৩৬]
তুঁতা মিয়ার গুয়ান দে[১৩৭]
তুঁতা তুঁতা করিস নে।
হেজি[১৩৮] হেঁটে চলে
মোমের বাতি জ্বলে ।।

(৫৩)

হল্‌দে পাখিরে,
কাপড় কা'চে দে।
তোর বিয়েতে যাবো আমি
ঢোলক কিনে দে ।।

---

১৩০. পাদ<বায়ু-নি:সরণ ।। ১৩১. যবুনা<যমুনা—মেয়ের নাম ।। ১৩২. শাহাবদ্দি<শাহাবুদ্দিন ।। ১৩৩. কোমিনদে<কোমেনদে—কোন্ পথ দিয়ে ।। ১৩৪. তুঁতামিয়া<তোঁতা মিয়া—নাম ।। ১৩৫. ঢ্যাক্‌কা <ধাক্‌কা ।। ১৩৬. কোহানদে=পাঠান্তর : কোয়ানদে—কোথা দিয়ে ; কোন্ পথ দিয়ে ।। ১৩৭. গুয়ান =আঙিনা ; ১৩৮. হেজি=ধীর-পদক্ষেপে (?)

(৫৪)

মা'জে[১৩৯] মামুর ঘরের কানাচি
　　বড় মুন্দির গাছ.
সেই মুন্দি[১৪০] তুলতি তুলতি
　　ব্যালা হলো শ্যাষ।
হাতে মুন্দি ফুঁটা[১৪১] ফুঁটা
　　পায় মুন্দি জ্বলে,
ফুল-বিছেনে শুয়ে পড়ে
　　আবে[১৪২] জিলিক[১৪৩] মারে ।।

পাঠান্তর

*　　*　　*

পান পালাম[১৪৪] গুয়ো পালাম
　　ইলাচী[১৪৫] পালাম না,
কুটি[১৪৬] মামুর কিরাম[১৪৭] গিন্নি
　　তাতো দেখলাম না ।।

(৫৫)

ওয়ান টু থ্রি
পালাম এট্টা বিড়ি
বিড়িতি নেই আগুন
পালাম এক বাগুন।
বাগুনি[১৪৮] নেই বীচি,
পালাম এক কাঁচি[১৪৯]
কাঁচিতি নেই ধার,
পালাম এক হার।
হারে নেই লকেট
পালাম এক পকেট।
পকেটে নেই টাকা
চলে গেলাম ঢাকা।
ঢাকায় নেই গাড়ী
চ'লে আলাম[১৫০] বাড়ি।
বাড়ি নেই ভাত,
দিলাম এক পাদ।
পাদে নেই গন্দ[১৫১]
হাই স্কুল বন্দ[১৫২] ।।

---

১৩৯. মা'জে<মেজ=দ্বিতীয় ।। ১৪০. মুন্দি<মেন্দি<মেহেদী ।। ১৪১. ফুঁটা<ফোঁটা ; 'ও' ধ্বনির 'উ-'তে রূপান্তর যশোরের আঞ্চলিক উচ্চারণে ব্যাপকভাবে দেখা যায় ; যেমন—মোটা>মুটা; খোঁড়া>খুঁড়া ; জোড়া>জুড়া ; শোলা>শুলা ইত্যাদি ।। ১৪২. আবে<আভে<অভ্রে=আকাশে ।। ১৪৩. জিলিক <ঝিলিক=বিদ্যুচ্চমক ।। ১৪৪. পালাম<পাইলাম ; পেলাম ।। ১৪৫. ইলাচী<এলাচী ।। ১৪৬. কুটি =ছোট—আদরসূচক ।। ১৪৭. কিরাম<কিরহম<কিরকম ।। ১৪৮. বাগুনি<বেগুনে ।। ১৪৯. কাঁচি =কাস্তে ।। ১৫০. আ'লাম<আইলাম, এলাম ।। ১৫১. গন্দ<গন্ধ—মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্প প্রাণতা ।। ১৫২. বন্দ<বন্ধ ।।

(৫৬)

আজ থুবড়ির[১৫৩] নাচন-কোচন[১৫৪]
কাল থুবড়ির বিয়ে,
থুবড়িরে নিয়ে যাবে
কদম তলা দিয়ে।
কদম তলা ঘেরব আমি
হীরের কাঁটা দিয়ে,
হীরের শাগ[১৫৫] রান্‌ব আমি
ঘেও[১৫৬] মধু দিয়ে ॥

পাঠান্তর

আমলামতী সরস্বতী
কাল আমলার বিয়ে
আমলারে নিয়ে যাবে
কাজীতলা দিয়ে।
কাজীতলার পথ ঘিরেছে
হীরের কাঁটা দিয়ে,
হীরের শাগ তোল্‌ব আমি
পায় মুন্দি দিয়ে ॥*

(৫৭)

দাদা গো দাদা,
একশো টাকা মাইনে[১৫৭] পা'বা।
দাদার গলায় সুনার[১৫৮] দানা,
বউ আনেচে[১৫৯] চান্দের[১৬০] কুণা।
বউ তুমি ঘরে যাও
দাদা ধুয়ে পানি খাও ॥

(৫৮)

আসেন দুলাভাই বসেন সে[১৬১]
পান পাতাড়া খান সে[১৬২]।
আপনার বউ ঘাটে যায়
লোকের সাথে কথা কয়।

---

১৫৩. থুবড়ি=একটু বেশী বয়সের অবিবাহিতা মেয়ে; 'থুবড়ি'—নিন্দাসূচক, ঘৃণাসূচক, ব্যঙ্গাত্মক ॥ ১৫৪. নাচন-কোচন=নাচ-গান, আমোদ-প্রমোদ ॥ ১৫৫. শাগ<শাক—'ক' ধ্বনির 'গ'-তে রূপান্তর ॥ ১৫৬. ঘেও<ঘৃত, ঘি ॥ ১৫৭. <মাইনে<মায়না<মাহিনা—বেতন ॥ ১৫৮. সুনার<সোনার'—'ও' ধ্বনির 'উ'-তে রূপান্তর ॥ ১৫৯. আনেচে<এনেছে ॥ ১৬০. কুণা<কণা ॥ ১৬১. বসেনসে<বসেন এসে, বসুন ॥ ১৬২. খানসে<খান এসে—খাবেন আসুন।

*সাদৃশ্য লক্ষণীয়: (১) যশোর-খুলনার ছড়া, পৃ. ৮৫, ছড়া নং ৬; পৃ. ১২৫, ছড়া নং ৫৬ ও পৃ. ২০০, ছড়া নং ১৪৭। (২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকর: "লোকসাহিত্য"—ছেলে-ভুলানো ছড়া। "যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে" শীর্ষক ছড়া।

এক খান লৌকো[১৬৩] দুখোন[১৬৪] লৌকো
　লৌকো সারি সারি
মদ্দির লৌকো চলে গেলো
　সয়লা বিবির বাড়ি।
সয়লা বিবি পান খায়
　পতে[১৬৫] ফেলায় চিপ্[১৬৬]
তাই দেখে লাল মিয়া
　চোহি[১৬৭] মারে টিপ্।
মা-তে দেবে তেল সিন্দুর
　বাপে দেবে বিয়ে
কোন্ শালারা নিয়ে যাবে
　ঢাকের বাড়ি দিয়ে॥

পাঠান্তর

আসেন বিয়েই বসেনসে
পান বাটাটুন[১৬৮] খানসে।
আপনার মা'য়ে[১৬৯]
লোকের সাতে[১৭০] কতা[১৭১] কয়।
—ওরে মা'য়ের বিদ্দি[১৭২]
ফ্যাল্ব কুয়োর মদ্দি॥

(৫৯)

ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা
　বোয়াল মাছের ধাড়ি[১৭৩]
কোমিনদে' যাবো আমি
　ফুনু মুল্লার[১৭৪] বাড়ি।
ফুনু মুল্লার পেট মুটা
যাবো আমি হাটখোলা।
হাটখোলায় বাঘের ভয়
নাড়া[১৭৫] বনে ছাওয়াল হয়।
ছাওয়ালের নাম কাঁচা
হোল ধ'রে নাচা॥

---

১৬৩. লৌকো<নৌকো, নৌকা। 'ল' ধ্বনির 'ন'-ধ্বনিতে রূপান্তর যেমন যশোরের আঞ্চলিক ভাষার বৈশিষ্ট্য (ইতোপূর্বে উল্লেখিত), তেমনি 'ন'-ধ্বনি আবার মাঝে মাঝে 'ল'-তে রূপান্তরিত হয়; যেমন—নোট (টাকা)>লোট; নব্বই>লব্বই॥ ১৬৪. দুখোন<দুইখান<দু'খানা; পাঠান্তর: ুইখেন॥ ১৬৫. পতে<পথে॥ ১৬৬. চিপ=পিক্॥ ১৬৭. চোহি<চোখি<চোখে॥ ১৬৮. বাটাটুন<বাটাটুকুন, বাটাটুকু॥ ১৬৯. মা'য়ে<মেয়ে॥ ১৭০. সাতে<সাথে॥ ১৭১. কতা<কথা—মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণতা॥ ১৭২. বিদ্দি<বৃদ্ধি=বা'ড়, স্পর্দ্ধা॥ ১৭৩. ধাড়ি<দাঁড়ি—অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা॥ ১৭৪. ফুনুমুল্লা<ফণিরউদ্দিন মোল্লা॥ ১৭৫. নাড়া=ধান কাটা হয়ে গেলে ধান-গাছের শুক্‌নো গোড়াকে 'নাড়া' বলা হয়॥

পাঠান্তর

ইলিশ মাছের তিরিশ কাঁটা
বোয়াল মাছের ধাড়ি,
মোজের মুল্লা[১৭৬] মোজের মুল্লা
বাড়ি আছেন না-কি ?
কুহুরির[১৭৭] পাছায় সান্নিক[১৭৮] হয়েছে
ঝাড়া[১৭৯] জানেন না-কি ?

(৬০)

ও বু[১৮০] দোতালা বাড়ি
কাক বয়েছে সারি সারি ।
ও মা তোর পায়ে পড়ি
পুতুল আ'নে দে খেলা করি ।
কুঁকড়া চুল—
বা'ন্দে দেবো গোলাপ ফুল ।।

(৬১)

ইকির মিকির চামচিকির[১৮১]
চামের কাটা মোজনদার[১৮২]
ধা'য়ে আ'লো[১৮৩] জমিদার ।
জমিদারের দুয়ারে বসে
চা'ল কুটিতে প'লো হাত—
উঠুক উঠুক সুনার হাত ।।*

(৬২)

আগের লৌকো হাবুডুবু
পাছের লৌকো খালি,
সিং[১৮৪]-দরোজা খুলে দ্যাখো
মধুর মা-র বাড়ি ।
আজ কদু[১৮৫] হেরিতেরি[১৮৬]
কাল কদুর বিয়ে
কদুরি নিয়ে যাবে
কাচি তলা দিয়ে ।
কাচিতলার পাখিগুলো
কিচিমিচি করে

---

১৭৬. মোজের মুল্লা<মোজাহার মোল্লা বা মজিরউদ্দিন মোল্লা ।। ১৭৭. কুহুরির<কুকুরির<কুকুরের ।। ১৭৮. সান্নিক=সন্নিপাত ।। ১৭৯. ঝাড়া=ঝাড়-ফুঁক ।। ১৮০. বু<বুবু ; বোন ।। ১৮১. চামচিকির<চামচিকে ।। ১৮২. মোজনদার<মজুমদার ।। ১৮৩. ধা'য়ে আ'লো<ধেয়ে আসল<ধেয়ে এলো ।। ১৮৪. সিং<সিংহ—প্রধান ।। ১৮৫. কদু=মেয়ের নাম ।। ১৮৬. হেরিতেরি=চঞ্চল ; এলোমেলো উচ্ছল ।।

* পাঠান্তর : যশোর-খুলনার ছড়া, পৃ. ৯১ ছড়া নং ১২ ; এবং রবীন্দ্রনাথ : ছেলেভুলানো ছড়া : ২, ছড়া নং ২৩।

তাইনা দেখে মধুর মা
　　কদু চুরি করে।
ঘরের কানাচদে[১৮৭] যায় কে ?
—লাল বড়ুর দেওর যায়।
ফুর্‌ফুরে চাঁদর গায়,
ফুঁ দিলি উড়ে যায়।
ছুটু মুটু বাড়ি আয়,
বাগডাঙ্গার। নিতি চায়,
গড়ন-পাতি দিতি চায়॥

(৬৩)

তাল তলাদে সোরোত[১৮৮] যায়
ফুটি[১৮৯] মা'ছে গান গায়।
ও দুলালের মা,
স্যাক্‌না মা'য়ে ঘরে থুয়ে
দুক্‌কু[১৯০] দিও না॥

(৬৪)

চিড়ে কুট্‌লাম মিড়ে কুট্‌লাম
　　দাদার কাছে যা'য়ে
দাদা দেলো ক্যাৎকুৎ[১৯১]
　　মা-র কাছে যা'য়ে।
মা দেলো তেল-সিন্দূর
　　বাপের কাছে যা'য়ে।
বাপ দেলো বিয়ে,
কোন্ শালারা নিয়ে গেলো
　　ঢাকের বাড়ি দিয়ে।

ঢাক গেলো গড়াগড়ি
　　পালকি গেলো বসে[১৯২]
ধর্ শালারা নিয়ে গেলো
　　কোলকাতায় বসে॥

(৬৫)

বরই তলায় চরই ফুল
মামু বাড়ি বহু দূর।
মা তুমি কা'ন্দেনা,
সামেলারে বা'ন্দেনা[১৯৩]।

---

১৮৭. কানাচদে<কানাচ দিয়ে॥ ১৮৮. সোরোত<স্রোত॥ ১৮৯. ফুটি<পুঁটি—অল্পপ্রাণ ধ্বনির মহাপ্রাণতা॥ ১৯০. দুক্‌কু<দুঃখ—মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণতা॥ ১৯১. ক্যাৎকুৎ<কাতুকুতু॥ ১৯২. বসে=ধ্বসে॥ ১৯৩. বা'ন্দেনা<বান্দোনা<বেঁধোনা; মহাপ্রাণ ধ্বনির অল্পপ্রাণতা॥

হক্ কানা মোসলেম কানা
বাতিল হুক্কো জ্বলে না জ্বলে না।
আম খা'য়ে হাটি[১৯৪] ফেলে জঙ্গলে জঙ্গলে।
টিনির ঘরে পুতুল নাচে নিরালে নিরালে।
টুনোটুনির[১৯৫] গালে ঘা
ঢালে[১৯৬] বসে দুদ[১৯৭] খা ।।

পাঠান্তর

* * *

মা তুমি কা'ন্দে না,
সামেলারে আগে দ্যাও
মা'জে ভাইরে পাছে দ্যাও।
দক্ষিণ ঘরে বিছেন দ্যাও
খাপ্‌রা খুপ্‌রি বাধায় দ্যাও ।।

পাঠান্তর

* * *

মা তুমি কা'ন্দে না
সামেলারে বা'ন্দে না।
সামে গেছে বিদেশে
কল্‌সী কিনে পাঠায়ছে।
কল্‌সীর মদ্দি দুড়াসাপ[১৯৮]
কক্ কক্ করে,
মামুগের[১৯৯] এট্টা কুত্তা আছে
শোলমাছ ধরে.
শোল মাছের লেজ ধরে
বউ বিয়ে করে ।।

পাঠান্তর

* * *

মা তুমি কা'ন্দে না,
সামেলারে বা'ন্দে না।
দক্ষিণ ঘরে বিছেন দ্যাও,
হুড়ুম ধুয়ে নাস্তা দ্যাও,
কলা ছুলে পাতে দ্যাও।

---

১৯৪. হাটি<আঠি ।। ১৯৫. টুনোটুনি<টুনটুনি ।। ১৯৬. ঢালে<ডালে ।। ১৯৭, দুদ<দুধ।
১৯৮. দুড়াসাপ<ঢোঁড়া সাপ—এক ধরণের জলজ সাপ; এদের অতি সামান্যই বিষ থাকে ।।
১৯৯. মামুগের<মামাদের ।।

মিয়া ভাইরে আগে দ্যাও,
সামেলারে পাছে দ্যাও।
হাঁড়ির তলে বিস্কুট,
তাই খা'য়ে কুট্‌কুট[২০০] ॥

পাঠান্তর

*　　*　　*

মা তুমি কান্দে না
সামেলারে বা'ন্দে না।
সামেলার নাম কি
শাহাদতের পালকি।
পালকি যাবে কোমিন দে
তুঁতা মিয়ার খাল দে।
তুঁতা কারে কলিরে'[২০১]
মোমের বাতি জ্বলেরে।
দক্ষিণ ঘরে বিছেন দ্যাও
খাপ্‌রা খাপ্‌রা মিঠেই দ্যাও ॥

(৬৬)

তাই তাই তাই
　　মামা বাড়ি যাই,
মামী দেলো দুদ ভাত
　　পেটপুরে খাই ॥

(৬৭)

ঐ পাড়ায় গিলাম[২০২] পান খাতি
　　পানে দেলো কপ্‌পূর,[২০৩]
তিন মাগী ধান ভানে
　　ধাপ্‌পুর ধুপ্‌পুর ॥

(৬৮)

হাগ্‌দি[২০৪] গিলাম বাগ্‌দি পাড়ায়
　　ছুচ্‌তি[২০৫] গিলাম নড়ালে,[২০৬]
তিন মাগী দাবড়ায়[২০৭] ধ'রে
　　পুঙ্গায়[২০৮] তুলে চড়ালে[২০৯] ॥

---

২০০. কুট্‌কুট<কুটিকুটি—আনন্দিত ॥　২০১. কলিরে<বল্লিরে ॥　২০২. গিলাম<গেলাম ॥ ২০৩. কপ্‌পূর<কর্পূর ॥ ২০৪. হাগদি<হাগদে—পায়খানা করতে ॥ ২০৫. ছুচ্‌তি<শৌচ করতে ॥ ২০৬. নড়ালে<নড়াইলে—'নড়াইল' যশোরের একটি মহকুমা ॥　২০৭. দাবড়ায়<দাবড়াইয়া ; তাড়া করিয়া ॥　২০৮. পুঙ্গায়=পাছায় ॥　২০৯. চড়ালে<চড়ালো, চড় মারল ॥

(৬৯)

ইলাটিং বিলাটিং তিলাটিং সই,[২১০]
মাইপো[২১১] দেবো ফোরটি ফোর।
একলাটি[২১২] চন্দন কাঠি,
চন্দন বলে কা কা
ইজিক বিজিক ছিজিক ছা[২১৩]
প্রজাপতি উড়ে যা ॥

(৭০)

ডুমুরতলায় পালকি নাচে
পাও-ঝুমাঝুম বাউলী[২১৪] বাজে।
শৌরো তলায় চিড়ে কোটে
গামছার মুড়োয় খৈ,
সোম পুত্তরির[২১৫] ঘাটে যা'য়ে
মনের কথা কই।
ফট্‌কেরে মটকেরে
গবর ভা'ঙে দেরে
তোর বিয়েতে যাবো আমি
পালকি আ'নে দেরে।
পালকির মদ্দি পাকা পান,
বর উঠেছে মোছলমান।
বরের মাথায় টাক্‌টুক্
বো'র মাথায় ঠোয়া,[২১৬]
দূর দূর গুলামের[২১৭] ছাওয়াল
তোর চাপ দাঁড়ি খান পাকা ॥

(৭১)

হিজেল তলায় নিজেল[২১৮] পানি
তেল দেন মা গোসল করি,
ভাত দেন মা ভোজন করি,
মা'য়ে দেন মা বিয়ে করি,
ঠ্যাঙ্গা[২১৯] দেন মা বাড়োয়[২২০] মারি ॥

---

২১০. ইলাটিং……অর্থহীন, ব্যঞ্জনা প্রকাশক ধ্বনি-প্রধান বাক্য ॥ ২১১. মাইপো<মেপে (?) ॥ ২১২. একলাটি<এক লাঠি (?) ॥ ২১৩. ইজিক……অর্থহীন, ব্যঞ্জনা প্রকাশক ধ্বনি-প্রধান শব্দমালা ॥ ২১৪. বাউলী=এখানে ঘুঙুর বোঝানো হয়েছে; মূল অর্থ—হাঁড়ি বা কড়াই ধরার লোহার বাঁকা হাতা ॥ ২১৫. পুওরির<পুকুরির<পুকুরের ॥ ২১৬. ঠোয়া=খোঁপা ॥ ২১৭. গুলামের<গোলামের—চাকরের ॥ ২১৮. নিজেল<নিকেল—স্বচ্ছ ॥ ২১৯. ঠ্যাঙ্গা=লাঠি ॥ ২২০. বাড়োয়<বাড়োয়ে=পিটিয়ে ॥

(৭২)

হিজেল তলায় নিজেল পানি
　ফুনা[২২১] ভুন্ ভুন্ করে,
নতুন জামো'র[২২২] কাঁচা রীতি
　ফুনার বিচার করে।
ঐনা ফুনা খা'লে[২২৩] তুমি
　বিলে'র[২২৪] মতো চুপ্‌রা[২২৫] ছ্যাচে ॥

(৭৩)

সংকরিলো ভাই,
চিড়ে কুটে খাই।
এট্টা চিড়ে কম প'লি
　দাদার কাছে যাই।
দাদার আছে নীলে ঘুড়া,
আমার আছে গাই,
দুই ভাইতি দাবড় কষে
　লক্ষ্মীবাসায়[২২৬] যাই।
লক্ষ্মী দেলো ধান ধুবলো
　কালী দেলো ফুল,
যবুনারে নিয়ে গেলো
　সাত বাটির কূল।
ও যবুনা ওঠ,
এট্টা বাগুন কোট্।
জামো'র পাতে ভাত দিয়ে
　ঘড়া ভ'রে মোত্[২২৭] ॥*

(৭৪)

মণির মা বাড়ি নেই,
হাঁড়িতি ভাত নেই,
লেবুদে[২২৮] খায়
ছোট খালোই[২২৯] হাতে থুয়ে
মাছ মাত্তি[২৩০] যায়।
মাছের কাঁটা পা'য়ে ফুট্‌ল
দোলায় চেপে যায়।

---

২২১. ফুনা<পোনা ॥ ২২২. জামো'র<জামাইয়ের ॥ ২২৩. খা'লে<খেলে ॥ ২২৪. বিলে'র<বিলেইর<বিড়ালের ॥ ২২৫. চুপ্‌রা>চোপা—মুখ ॥ ২২৬. লক্ষ্মীবাসা=একটি গ্রামের নাম; শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী কথিত "লক্ষ্মীর বাসা" নয় (দ্র: যশোর-খুলনার ছড়া, পৃ. ১০৪-১০৫, ছড়া নং ৩১) ॥ ২২৭. মোত্=প্রস্রাব কর্ ॥ ২২৮. লেবুদে<লেবু দিয়ে ॥ ২২৯. খালোই<খালুই ॥ ২৩০. মাত্তি<মারতি<মারতে ॥

* পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: যশোর-খুলনার ছড়া, পৃ. ১০৪-১০৫, ছড়া নং ৩১, এবং পৃ. ১০৫-১০৬ ছড়া নং ৩২।

ছোট শাখাডা বড় শাখাডা
ঝিকিমিকি করে,
ধামা-ও নেই কুলো-ও নেই
ফুল কুড়োতি[২৩১] মনেও নেই ।।

(৭৫)

এক বুড়ি তামুক খাতি খাতি
বাজারে গিহিল[২৩২],
তিন বিটা দেহে তারে
দাবড় কষিল।
সেই দাবড় খা'য়ে বুড়ি
গাছে উঠিল।
গাছে ছিল ঠোক্‌কর পাহি[২৩৩]
ঠোক্‌কর মারিল,
সেই ঠোক্‌কর খা'য়ে বুড়ি
তলায় পড়িল।
তলায় ছিল হীরের কাঁটা
শিরেয়[২৩৪] ফুটিল ।
গায়ে ছিল গড়ন-পাতি
বাজদি[২৩৫] লাগিল
পরণে ছিল ঢাকাই শাড়ী
ছিঁড়ে গিহিল ।
পথে ছিল দুড়াসাপ
ফুলতি লাগিল ।

পাঠান্তর

এক বুড়ি গুঁড়ে[২৩৬] নতি নতি[২৩৭]
বাজারে চলিল,
তারে ষাঢ়ে দাবড়াইল[২৩৮] ।
সে গাছে উঠিল,
গাছে ছিল ঠোক্‌কর পাহি
ঠোক্‌কর দিহিল।
সে তলায় পড়িল
তলায় ছিল হীরের কাঁটা
শিরেয় ফুটিল।
পরণে ছিল সোনার শাড়ী
জ্বলে উঠিল।*

২৩১. কুড়োতি<কুড়াতে।। ২৩২. গিহিল<গিছিল<গিয়েছিল।। ২৩৩. ঠোক্‌কর পাহি=কাঠঠোক্‌র পাখি।। ২৩৪. শিরেয়<শিরায়।। ২৩৫. বাজদি<বাজতি<বাজতে।। ২৩৬. গুঁড়ো=তামাক-পোড়া, ২৩৭. নতি<নিতি<নিতে।। ২৩৮. দাবড়াইল<দাবড়াইছিল<দাবড় দিয়েছিল, তাড়া করেছিল।।
* পাঠান্তর দ্রষ্টব্য: যশোর-খুলনার ছড়া, পৃ. ১২৯, ছড়া নং ৬১।

(৭৬)

আমরা দুই ভাই মেস্তোরি[২৩৯]
টিনির ঘরে কাজ করি ।
শিয়াল দেখলে গান করি,
কুত্তা দেখলে নাচ করি
বিড়াল দেখলে পোছ্[২৪০] করি ।।

(৭৭)

আমরা দু'টি ভাই
কলের গান বাজাই
আলিতি[২৪১] পাড়া দিয়ে
গলিতি[২৪২] যাই ।।

(৭৮)

কচুর পাতায় সিয়েন,[২৪৩]
তুই কি আমার বিয়েন[২৪৪] ?
কচুর পাতায় বালি,
তুই কি আমার শালী[২৪৫] ?
কচুর পাতায় গোস্ত,
তুই কি আমার দোস্ত ?
কচুর পাতায় নুন,
তুই কি আমার বুন[২৪৬] ?
কচুর পাতায় হল্‌দি
তোর বিয়ে জল্‌দি ।।

(৭৯)

ও বু আম আম
বাজার থেকে কিন্‌তি গেলি
হাজার টাকা দাম,
কাঁচা-মিঠের আম ।।

(৮০)

লৌকো যাবে কোহানদে ?
উজ্জ্বল-মুজ্জ্বল গাঙদে ।
উজ্জ্বল-মুজ্জ্বল নাম কি ?
— ফরিদপুর ।

২৩৯. মেস্তোরি<মিস্তিরি<মিস্ত্রী ।। ২৪০. পোছ<পুছ=প্রশ্ন ।। ২৪১. আলিতি=আইলের উপর ।। ২৪২. গলিতি<গলিতে ।। ২৪৩. সিয়েন=নাকের পোঁটা ।। ২৪৪. বিয়েন<বেয়াইন ।। ২৪৫. শালী<শ্যালিকা ।। ২৪৬. বুন<বোন ।।

হুঁক্কা করিছ কি ?
বেচে ফেলিছি।
টাকা করিছ কি ?
— পান কিনিছি।
পান করিছ কি ?
— খা'য়ে ফেলিছি।
ছুবলা করিছ কি ?
— লাল করিছি ।।

(৮১)

এ্যালকোট ব্যালকোট
পোড়েন কাঠি,
লাম[২৪৭]-লক্ষণ নলের বাঁশি,
কুবদার[২৪৮] রাজার বই পড়ি।
খাই-লই[২৪৯] আছি ভালো।
ঠ্যাং ভাঙিচি মদন কালো।
রাই-রুই কুক্‌চি গ্রাম ।।

(৮২)

পানি কুমড়ি[২৫০] পানি কুমড়ি
ডাঙায় ওঠসে,
তোমার শাশুড়ী বলে গেছে
বাগুন কোটসে।
ও বাগুনডা কুটোনা কুটোনা
বীচ রেখেছে,
আড়ার পরে দুড়াসাপ
ফুঁপিয়ে উঠেছে ।।*

(৮৩)

আল্টা ধানের পাল্টা চিড়ে
বাহই[২৫১] ধানের খই,
মা কয়েছে বাড়ি যাতি
পথ-ঘাট কই।
পথ গেছে বাহে[২৫২] বাহে
ফুল ফুটেছে ঝাহে[২৫৩] ঝাহে
রাজার বিটা হুকুম দেছে
ফুল তুলতি—

---

২৪৭. লাম<রাম ।। ২৪৮. কুবদার<কোথাকার ।। ২৪৯. খাই-লই<খাই-দাই ; খাওয়া দাওয়া কবি ।। ২৫০. পানি কুমড়ি<পানকৌড়ি ।। ২৫১. বাহই<বাকই, এক প্রকার আমন ধান ।। ২৫২. বাহে<বাঁকে ।। ২৫৩. ঝাহে<ঝাঁকে ।।

* পাঠান্তর দ্রষ্টব্য : যশোর-খুলনার ছড়া, পৃ. ২৪৪, ছড়া নং ২০৬।

ধামাও নেই কুলোও নেই
ফুল তুলতি মনেও নেই।
উচতে[২৫৪] কুটি কুটিকুটি[২৫৫]
সরু আমার বিয়ে,
আয় কাঞ্চন মায় কাঞ্চন
দুগ্‌গাপতি[২৫৬] লেহে[২৫৭] দেছে
আলের[২৫৮] গরু
বান্ধা থুয়ে উজারে
উজার[২৫৯] হাতের নল-নাটি[২৬০]
ফেলে মারেচে ।।

(৮৪)

কদু কুটি চাক চাক
জামোই আয়চে ঝাঁক ঝাঁক।
আসো জামোই বসসে,
দুক্‌খির কথা শোনোসে।
অমানষির[২৬১] ঝি
আমরা মন্দ রান্ধিচি ?
বটের পাতা ধরে আমরা
তুফান খেলিচি ।।

(৮৫)

ইন্দুরির মাথায় সিন্দুরির ফুঁটা
ব্যাঙের মাথায় খই,
ঢ্যাপ[২৬২]- তলায় বাজনা বাজে
ঐ আমার সই ।।

(৮৬)

ফটাটিং টিং টিং[২৬৩]
গো-শলিকির[২৬৪] ডো-ডিং[২৬৫]।
মামুগের[২৬৬] ব্যাত বাগানে
আঁ'ড়ে[২৬৭] শিয়েল[২৬৮] ডাহেরে,[২৬৯]
কারো বাঁশী বাজে না
আমার বাঁশী বাজেরে ।।

(আমের বাঁশী তৈরীর ছড়া)

---

২৫৪. উচতে<উচ্ছে ।। ২৫৫. কুটি কুটি=ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ।। ২৫৬. দুগ্‌গাপতি<দুর্গাপতি ; কোনো ভূস্বামীর নাম ।। ২৫৭. লেহে<লেখে ।। ২৫৮. আলের<হালের ।। ২৫৯. উজা=ব্যক্তির নাম ।। ২৬০. নাটি<লাঠি ।। ২৬১. অমানষির<অমানুষের ।। ২৬২. ঢ্যাপ=পাকা শাপলা ফুল ।। ২৬৩. ফটাটিং .....অর্থহীন, ব্যঞ্জনাপ্রকাশক ।। ২৬৪. গো-শালিকির<গো-শালিকের ।। 'গো-শালিক'—এক প্রকার শাদা জাতের শালিক ।। ২৬৫. ডো-ডিং<দুই ডিম, জোড়া ডিম ।। ২৬৬. মামুগের<মামাদের ।। ২৬৭. আঁড়ে<এঁড়ে—পুরুষ বাচক ।। ২৬৮. শিয়েল<শেয়াল ।। ২৬৯. ডাহে<ডাকে ।।

(৮৭)

ওরে বোতড়[২৭০] ফিরে চা
খুপ্‌পার[২৭১] নাচন দেখে যা'।
খুপ্‌পার মদ্দি দুড়াসাপ
ফালদে[২৭২] ওঠে বো'র[২৭৩] বাপ।
বো'র বাপ তামুক খায়,
চাল বরাবর ধূমো[২৭৪] যায়।
চাল আছে কালা,
বো'র বাপ শালা ॥

(৮৮)

আমতলায় ঝামুর ঝুমুর
কলাতলায় বিয়ে
ঐ আসতেছে রাজার ছেলে
গামছা-মুড়ি দিয়ে।
ও গামছা নেবোনা,
মা'য়ে বিয়ে দেবোনা।
কাঁচা মা'য়ে দুধির সর
ক্যাম্‌নে করবে পরের ঘর ॥

পাঠান্তর

পরের বিটা মারবে,
ফুলে ফুলে কান্‌বে।
মা'য়ের মাথায় কেয়া ফুল,
কেয়াফুলের গন্ধ
জামোই আমার মন্দ ॥

(৮৯)

ম্যাবাই[২৭৫] গেছে পাটের নায়,
ও ম্যাবাই তুই ফিরে আয়।
তোর বউ গয়না চায়
কচি কচি সরু পায় ॥

(৯০)

কুটিকুটি উচ্‌তের ফুল,
ম্যাবাই গেছে কতো দূর।

---

২৭০. বোতড়=পাঠান্তর : ভোঁদড় ॥ ২৭১. খুপ্‌পা=অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি ॥ ২৭২. ফালদে=লাফ দিয়ে ॥ ২৭৩. বো'র<বউএর ॥ ২৭৪. ধূমো<ধোঁয়া ॥ ২৭৫. ম্যাবাই<মিয়াভাই ; বড়ভাই ॥

ম্যাবাই গেছে গামিতে,[২৭৬]
ছাতি ধরে টানিতে।
ছাতির পরে কোমেলা,[২৭৭]
　নাচতি বড় সামেলা।[২৭৮]
আদ্দেক[২৭৯] গাঙে বালিচুলি
আদ্দেক গাঙে ভেলা
বারোয়[২৮০]আ'সে দ্যাহ[২৮১] আমার
　আল্লা-নবীর খেলা ।
কুন্‌চির[২৮২] আটন কুনচির ছাঁটন
　কুনচি-নোয়ার[২৮৩] খ্যাচা,[২৮৪]
হাতীর পরে বেজী নাচে
　চুংকে[২৮৫] ওঠে বাজা ।।

(৯১)

পুষি[২৮৬] কুষি[২৮৭]
মাঘে বো'ল[২৮৮]।
ফাল্‌গুনি[২৮৯] গুঁটি[২৯০]
চত্তিরি[২৯১] কাটি কুটি[২৯২]
বোশেগে[২৯৩] চাটি চুটি[২৯৪]
জষ্টিতে[২৯৫] পুতি আঁটি
আষাঢ়ে বাজাই বাঁশী ।।*

(৯২)

: এই ছেম্‌ড়ি[২৯৬] তোর নাম কি ?
— কাউচি[২৯৭]-কাটা জিলেপী।
: দেই[২৯৮] একখান খা'য়ে দি।
— নেবু নেবু গন্ধ—
　হাই ইস্কুল বন্ধ ।

(৯৩)

ঝুব ঝুবোয়ে[২৯৯] আসে তারা
　ঝুব ঝুবোয়ে যায়
আন্ধার রাতি করে চুরি
　নুপুর দিয়ে পায়।

---

২৭৬. গামিতে=অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি।। ২২৭. কোমেলা<কমলা, মেয়ের নাম।। ২৭৮. সামেলা=মেয়ের নাম।। ২৭৯. আদ্দেক<অর্ধেক।। ২৮০. বারোয়<বারোয়ে<বের হ'য়ে।। ২৮১. দ্যাহ<দেখ।। ২৮২. কুনচির<কঞ্চির।। ২৮৩. নোয়ার<লোয়ার<লোহার 'কুনচি-নোয়া'=লোহার মত শক্ত কঞ্চি।। ২৮৪. খ্যাঁচা<খাঁচা।। ২৮৫. চুংকে<চম্‌কে।। ২৮৬. পুষি<পৌষে।। ২৮৭. কুষি<কুঁড়ি।। ২৮৮. বো'ল<বউল।। ২৮৯. ফালগুনি<ফালগুনে।। ২৯০. গুঁটি=ছোট আম।। ২৯১. চত্তিরি<চৈত্রে।। ২৯২. কাটিকুটি=কেটে কুটে খাই।। ২৯৩. বোশেগে<বোশেখে।। ২৯৪. চাটি চুটি=চেটে খাই।। ২৯৫. জষ্টিতি<জ্যৈষ্ঠ মাসে।। ২৯৬. ছেম্‌ড়ি<ছুড়ি, মেয়ে।। ২৯৭. কাউচি<কাঁচি।। ২৯৮. দেই<দেহি<দেখি।। ২৯৯. ঝুব ঝুবোয়ে=ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে—দ্রুত একত্রে।।

থালও নে'না[300] বাটিও নে'না
নে' ভালো কি—
যে ঘরেতে বরের দাদী
সেই ঘরেতে চুরি।

* * *

ধানও নে'না চালও নে'না
নে' ভালো কি—
যে ঘরেতে বরের নানী
সেই ঘরেতে চুরি ।।

* * *

কাপড়ও নে'না চোপড়ও নে'না
নে' ভালো কি—
যে ঘরেতে বরের মা
সেই ঘরেতে চুরি ।।

* * *

সষ্যোও নে'না কলাইও নে'না
নে' ভালো কি—
যে ঘরেতে বরের চাচী
সেই ঘরেতে চুরি ।

* * *

তেলও নে'না ঝালও নে'না
নে' ভালো কি—
যে ঘরেতে বরের বুন
সেই ঘরেতে চুরি ।

* * *

পেঁয়াজও নে'না রসুনও নে'না
নে' ভালো কি—
যে ঘরেতে রাঙা বউ
সেই ঘরেতে চুরি ।।

(৯৪)

ও পথে যা'য়ে না[301]
উঁচা সিংগের[302] ভয়,
তিন বিটা মরে রয়ছে
তার পুঙ্গায় কথা কয়[303] ।।

---

৩০০. নে'না<নেয়না ।। ৩০১. যা'য়েনা<যেওনা ।। ৩০২. সিংগের<সিংহের ।। ৩০৩. পুঙ্গায়= পাছায়—মলদ্বারে ।।

(৯৫)

কোন্ কোন্ গাঁ'য়েরা[৩০৪]
ডুলী সাজায়ছে,[৩০৫]
ডুলীর মদ্দি পান-বাতসা
চ্যারাক[৩০৬] জ্বালায়ছে[৩০৭] ।
আশি টাহার[৩০৮] খাসী আমার
বাঘে ধরেছে—
পাঁচ পরাণডা ময়না আমাররে ।।

(৯৬)

: বুড়ি তোর ঘরের কানাচি কি ?
— করিম বসাইছি ।
: করিমরে এট্টু ডাক দ্যাও ।
— ও করিম ?
— কুক্ কুলি ।

(৯৭)

হিজেল তলায় নিজেল পানি
কোচড়ী[৩০৯] লো কোচড়ী
তোরে নিয়ে বাস করি ।।

(৯৮)

আটালে[৩১০] মাটি চুনির খুটি[৩১১]
গাই বিয়েয়ছে[৩১২] গুটি গুটি
ও সূর্য রোদ দে'
নাইতো[৩১৩] তোর ভাগ্নে
কালায়ে[৩১৪] ম'লো ।।

(৯৯)

নাচি যাবে শ্বশুর বাড়ি
খা'য়ে যাবে কি,
বাগ বাজারের ময়দার গুড়ো
বউ বাজারের ঘি ।
এট্টুখানি দাঁড়াও নাচি
লুচি ভা'জে দি ।।

---

৩০৪. গাঁ'য়েরা=গাঁয়ের লোকেরা ।। ৩০৫. সাজায়ছে<সাজাইছে<সাজিয়েছে ।। ৩০৬. চ্যারাক<চেরাগ ৩০৭. জ্বালায়ছে<জ্বালাইছে<জ্বালিয়েছে ।। ৩০৮. টাহার<টাকার ।। ৩০৯. কোচড়ী=মেয়ের নাম ।। ৩১০, আটালে<আঁঠাল<এঁটেল ।। ৩১১. চুনির খুটি=চুনের মৃৎ-ভাণ্ড ।। ৩১২. বিয়েয়ছে=প্রসব করেছে ।। ৩১৩. নাইতো<নয়তো, না হয়তো ।। ৩১৪. কালায়ে=হিম হয়ে, শীতে আড়ষ্ট হয়ে ।।

(১০০)

হল্‌দি কুটলাম ঠাকুর ঠাকুর[৩১৫]
মরিচ কুটলাম বায়,
একখান হলদি ছুটে প'লো
দুলোমিয়ার গায় ।
দুলোমিয়া কে ?
নোট[৩১৬] ঘুরোয়ে[৩১৭] দে ।
আন্‌তি কইচি কাঁচের চুরি
আ'নে থোয়চে মা'টে[৩১৮] চুরি
ছেঁড়ব তোর চাপ-দাঁড়ি ।।

(১০১)

মান্দার গাছের আগায়রে,
ধুলো পাখি ডাকেরে
ধুলো দেবো সাজায়ে
টাকা নেবো বাজায়ে ।
টাকার পরে ছুড়ানি,[৩১৯]
কোলকাতার মুড়ানি[৩২০] ।
ইট্টু ইট্টু[৩২১] ছেম্‌ড়িরে সব
ডান হাতে ঘড়ি
বাও হাতে ঘড়ি ।
নজ্জাও[৩২২] নেই শরমও নেই ।
আয়রে পাখি আয়,
কালো জামা গায় ।
কালো জামা খুলে দেবো
বড় ভাবীর গায় ।
বড় ভাবী বড় ভাবী
আলতা খাইও না,
আল্‌তা খা'লি প্যাট ফোল্‌বে
ডাক্‌তার পা'বানা,
ডাক্‌তারের মা'য়ে কাপড় কাচে,
দুই পাশে দুই হরিং[৩২৪] নাচে ।
ছেমড়িডারে ধরদিন,
চুংগোর মদ্দি পোরদিন ।
চুংগো যেন নড়ে না,
ডাক্‌তার যেন পড়েনা ।

---

৩১৫. ঠাকুর ঠাকুর=ঢেঁকিতে হলুদ-কোটার শব্দ ।। ৩১৬. নোট=ঢেঁকির সম্মুখস্থ মাটির গোলাকার গর্ত, যার মধ্যে ধান ভানা হয় ।। ৩১৭. ঘুরোয়<ঘুরোয়ে<ঘুরিয়ে ।। ৩১৮. মা'টে<মেটে—মাটির তৈরী ।। ৩১৯. ছুড়ানি=চাবি; পাঠান্তর—ছোড়ন ।। ৩২০. মুড়ানি<মোড়া (আসন) ।। ৩২১. ইট্টু ইট্টু< এট্টু এট্টু<একটু একটু, ছোট ছোট ।। ৩২২. নজ্জা<লজ্জা—'ল'-ধ্বনির 'ন'-তে রূপান্তর ।। ৩২৪. দুই হরিং=স্তন যুগল অর্থে; হরিং<হরিণ ।।

এক খান লৌকো দু'খোন লৌকো
লৌকো সারি সারি,
মদ্দির লৌকোয় উঠে যাবো
লালুবাবুর বাড়ি।
লালুবাবু পান খায়,
পথে ফেলায় চিপ,
হাজরা বিবি দেখতি আসল,
চোহি মাল্ল টিপ।।

(১০২)

মাগো মা,
রেল গাড়ীতি চলে গেলাম
দেখ্‌তি পাবানা
শ্বশুর চাচার[৩২৫] বিয়ে হচ্ছে
হলদি কোটনা।
হলদি হবে গায়
গা ধুয়ে আসগে,
ঘরে আছে পাটের শাড়ী
পরে আসগে।
ঐ পাড়ায় এক হাজী মরিছে,
দুই ছেম্‌ড়ি রান্‌তি বসিছে।
বড় বড় ধামড়াগুলোন[৩২৬] গান গাতিছে[৩২৭]
ছোট ছোট ধামড়াগুলোন
দালান গাতিছে[৩২৮]।
হাটকুরো বান্দরগুলোন[৩২৯]
পাছ লাগিছে।।*

(১০৩)

মাগো মা,
বিয়ে দিলে তার খ্যাতা[৩৩০] দিলেনা।
রেলগাড়ীতি চলে যাবো
দেখতি পাবানা।
তোমার জামো'র গুণগুণিতি[৩৩১]
ঘোম আসেনা।।

(১০৪)

ইচ্‌কিন মিচ্‌কিন
চাপর দানা,

৩২৫. শ্বশুর চাচার=চাচা শ্বশুরের।। ৩২৬. ধামড়াগুলোন<দামড়াগুলো ; কর্মহীন অলস যুবকদল।। ৩২৭. গাতিছে<গাহিতেছে, গাইছে।। ৩২৮. গাতিছে<গাঁথিছে<গাঁথছে।। ৩২৯. বান্দরগুলোন= উচ্ছৃঙ্খল ছেলের দল।। ৩৩০. খ্যাতা<কাঁথা।। ৩৩১. গুনগুনি=তিরস্কার, বকুনি, অভিযোগ।।
* আংশিক সাদৃশ্য লক্ষণীয় : যশোর-খুলনার ছড়া, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৭, ছড়া নং ৬৯।

কাল বিয়ানে
ছাতিয়ানা।
জামোই আসল ঘামিয়ে
ছাতি ধরো টানিয়ে।
ছাতির মদ্দি কোমেলা,
দেখতি বড় সামেলা।
সাম সিন্দূর বুড়ো ইন্দূর
উঠুক উঠুক সুনার হাত।।

(১০৫)

আমগুম মাছের ঝোল,
আর খাবোনা ছিয়েয়[৩৩২] তোল্।।

(১০৬)

খুড়ি আটা বাটা চটা,
আমার নাম ইল্‌শে,
কপাত্ করে গিল্‌সে।
আমার নাম পুড়া খা'টে,[৩৩৩]
মাছ ধরবি আ'টে[৩৩৪] গুটে।
আমার নাম বা'নে,[৩৩৫]
মাছ তোল্‌ব টা'নে।।*

(১০৭)

কটোমটো গাছ কাটো
সুবরী[৩৩৬] চারা পান,
ভ্যাদের কি ব্যাদ মুড়া[৩৩৭]
ধর্ বুড়ির কান।।

(১০৮)

একখান তক্তা ডুগডুগ[৩৩৮] করে
কাজীর বিটা চড়োই মারে।
মারুক চড়োই জুমাদ্দার[৩৩৯]
কুড়োর[৩৪০] আণ্ডা খবদ্দার[৩৪১]।
আমড়াতে[৩৪২] বর আয়ছে
টুকা[৩৪৩] মাথায় দিয়ে।

---

৩৩২. ছিয়েয়<ছিকেয়<শিকায়।। ৩৩৩. খা'টে<কাঠ।। ৩৩৪. আ'টে<এঁটে<শক্ত ক'রে।। ৩৩৫. বা'নে<বেনে—বাঁশের চিকুন শালাকা দিয়ে তৈরী মাছ ধরার যন্ত্র বিশেষ—ফাঁদই বলা যায়।। ৩৩৬. সুবরী<সুপুরী, সুপারী।। ৩৩৭. ভ্যাদের..... =অর্থহীন।। ৩৩৮. ডুগডুগ>ঢুগ ঢুগ=মৃদু শব্দ।। ৩৩৯. জুমাদ্দার<জমাদার।। ৩৪০. কুড়োর<কুক্‌ড়োর, মুরগীর।। ৩৪১. খবদ্দার<খবরদার',।। সাবধান।। ৩৪২. আমড়াতে=আমড়াগাছ তলায়।। ৩৪৩. টুকা<টোকা, মাথাল।।

* বড়শী দিয়ে মাছ ধারার সময় এই ছড়া বলা হয়।

ধামড়া গরুর চামড়া দিয়ে
রুটি বানাইছি—
শালা খাবিনাতো কি,
শালা বস্‌পি নাতো কি ।।

(১০৯)

ঝরণা কান্দে কোকানে,[৩৪৪]
ফেণী ভাঙা দুকানে।
ঝরণা স্যানে[৩৪৫] কি করে?
ফুল তোলে আর গান করে ।।

(১১০)

আমের পাতা জামের পাতা
যুজ্‌জু[৩৪৬] লাগায়ছে,
খাঁ সাহেবের দুই বউ
ঝগড়া বাধায়ছে।
আসুক আসুক মিয়াভাই
কয়ে দিবানে,[৩৪৭]
চিকোন[৩৪৮] চিকোন ব্যাতের বাড়ি
ক্যাম্‌নে সবানে[৩৪৯] ।।

(১১১)

কলোই ডাঙ্গার মাঝুলো
কলোই ফুট করেলো।
মাছ কুটলাম খুটেমুটে
বঁটি নেলো চোরে,
শাওড়ীরে[৩৫০] মাটি দিলাম
তুলসী তলার গোড়ে ।।

(১১২)

আলুর পাতায় থালু থালু
ব্যান্নার[৩৫১] পাতায় দৈ,
সকল জামাই আয়ছে আমার
কুদা[৩৫২] জামাই কই।
কুদা গেছে মাছ মারতি
পায়ছে এক শোল,

---

৩৪৪. কোকানে=কোথায় ।। ৩৪৫. স্যানে<সেহানে,<সেখানে ।। ৩৪৬. যুজ্‌জু< যুদ্দু< যুদ্ধ ।। ৩৪৭. দিবানে<দিব'খন ।। ৩৪৮. চিকোন<চিকুন ।। ৩৪৯. সবানে<সইবে'খন, সহ্য করবে'খন ।। ৩৫০. শাওড়ীরে<শাউড়ীরে<শাশুড়ীকে ।। ৩৫১. ব্যান্নার<ভ্যান্নার<ভেরেণ্ডার ।। ৩৫২. কুদা<কোদা—ছোট, আদরসূচক ।।

শোল কুটলাম ফালাফালা৩৫৪
বঁটি নেছে চোরে',
আম্মাজানরে বিয়ে দেবো
তুলসীতলার গোড়ে।
তুলসীগাছ ঝাঁকি দিলি
আম্মাজান পড়ে,
আম্মাজানের কপালে সিন্দূর
হাবে৩৫৫ জিলিক মারে।
আম্মাজানের হাতভরা চুরি
ঝামুর ঝুমুর করে।।*

(১১৩)

ছোট বউলো বড় বউলো
পানি আনতি যাবিলো,
পানির তলে ঝুন্‌ধো৩৫৬ বাজে
শুন্‌তি যাবি লো।
কুঞ্চি বা'য়ে৩৫৭ দুদ্ পড়ে
খাতি যাবিলো।
বাঁশ বা'য়ে পানি পড়ে
ভিজে মলিলো।।**

(১১৪)

মাগো মা, জামাই আ'য়েছে।
কিসি বয়েছে?
গোয়ালে বয়েছে।
গোয়ালে ছিল চাঁপা ফুল
চা'পে বয়েছে।
পাও ধুতি পানি দিছি
খা'য়ে বয়েছে।
পাও মুছতি রুমাল দিছি
মাথায় বান্ধেছে।
আম খাতি ছুরি দিছি
নুনু৩৫৮ কাটেছে।।†

(১১৫)

আইকুম বাইকুম তাড়াতাড়ি
যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি।

---

৩৫৪. ফালাফালা=খণ্ড খণ্ড।। ৩৫৫. হাবে<আভে<অভ্রে=আকাশে।। ৩৫৬. ঝুন্‌ধো=সম্ভবতঃ কোনো বাদ্যযন্ত্রের নাম; সঠিক তথ্য উদ্ধার করতে পারিনি।। ৩৫৭. ব'য়ে<বেয়ে।। ৩৫৮. নুনু=পুরুষাঙ্গ—ঈষৎ আদর সূচক।।

* পাঠান্তর: যশোর-খুলনার ছড়া, পৃ. ১৫১, ২৫৪, ও ২৬৬, ছড়া নং ৮৭, ২১৭, ও ২২৭।

** পাঠান্তর: পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১২১-১২২; ছড়া নং ৫৪।

† পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩-১৫৪, ছড়া নং ৮৯ ও ৯০।

রেলগাড়ী ধমাধম,
পা পিছলে হলুদ্দাম[৩৫৯] ।।

(১১৬)

এপেনটি বাক্স,
রাইটানা টেক্স ।
চুলটানা বিবিয়ানা
সাহেব-বিবির বৈঠকখানা ।
রাজ বাড়িতি যা'য়েতে
পান-সুবোরি খা'য়েতে ।
পানে আছে মৌরীবাটা
ইস্কাবনে চাবী-আটা ।
আমার নাম রেণুবালা
যাইতে হবে যশোর জেলা ।
কোলকাতার মাথা কাটা
রেদুপুরের চিরুণী,
এমন খুঁপা বা'ন্দে দেবো
বেল ফুলোর গাঁথোনী ।।

পাঠান্তর

চুলটানা বিবিয়ানা
পানে আছে মরিচ বাটা
ইস্কাবনে ছবি আটা ।
তালবেলেতে যা'য়েতে,
ছোট ছোট জাদুমণি
এমন খুঁপা বা'ন্দে দেবো
বেল ফুলের গাঁথো'নী ।।

৩. কিশোর-কিশোরীদের ছড়া

কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী ছড়াগুলোকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়--

ক. হৃদয়ানুভূতি ও বেদনা-প্রকাশক ছড়া ;
খ. আনন্দ-প্রকাশক ছড়া ;
গ. প্রেমানুভূতি বা দেহ-সচেতনতামূলক ছড়া ;

ক. হৃদয়ানুভূতি ও বেদনা-প্রকাশক ছড়া

(১১৭)

মা কয় যা,
বুনি[৩৬০] কয় যা'

৩৫৯. হলুদ্দাম<হুড়ুদ্দাম=সহসা ।। ৩৬০. বুনি<বোনে ।।

আমারতো মন টেহেনা,[৩৬১]
ভাই-বুনিরি দ্যাও।
ভাই-বুনির নাক ফুটোয়ছে
কান ফুটোয়ছে
কলোইডাঙ্গার মাঠে,
সেইনতে[৩৬২] খবর আয়চে
জামতলার হাটে।
জাম ধরেছে থলি থলি
কায়োয়[৩৬৩] খুঁচে[৩৬৪] খায়,
বড়ো বু-জীর জামোই আয়চে
শুদো[৩৬৫] ভাত খায়॥

(১১৮)

ভাসুর আয়চে নিতি
মনে কয়না যাতি[৩৬৬]।
মা, ডুলী ফিরেয় দ্যাও,
মা, পালকি ফিরেয় দ্যাও।
আব্বাজান আয়চে নিতি
মনে কয়চে যাতি।
ঐ যে আমার বাপের লিচু গাছ,
ঐ লিচুডা পাকেচে
আমার মাদন[৩৬৭] কান্দেছে।
ঐ যে আমার বাপের জামরুল গাছ—
ঐ জামরুলডা পাকেছে
আমার মাদন কান্দেছে।
ঐ যে আমার বাপের কাঁঠাল গাছ—
ঐ কাঁঠালডা পাকেছে,
আমার মাদন কান্দেছে॥

(১১৯)

হ্যাল্‌বেলে[৩৬৮] জিবে আমার
ন্যাল্‌ব্যাল[৩৬৯] করে,*
যদি হতো বাপের বাড়ি
তুলে দিতাম গালে॥

(১২০)

চোখ খাইল উড়ো[৩৭০]
চোখ খাইল খুড়ো

---

৩৬১. টেহেনা<টেকেনা॥ ৩৬২. সেইনতে<সেহেনতে, সেয়েনতে<সেখান থেকে॥ ৩৬৩. কায়োয় =কাকে॥ ৩৬৪. খুঁচে<খুঁড়ে, ঠুক্‌রিয়ে॥ ৩৬৫. শুদো<শুধু—তরকারীহীন (ভাত)॥ ৩৬৬. যাতি <যেতে॥ ৩৬৭. মাদন<মাধন, স্নেহময়ী জননী। ৩৬৮. হ্যাল-বেলে=খাদ্য-লোলুপ॥ ৩৬৯. ন্যালব্যাল=লোভাতুরভাবে নড়া চড়া॥ ৩৭০. উড়ো=কাঠ-খাওয়া এক রকম পোকা॥
* পাকঠান্তর 'নক নকে পরাণ আমার থক্ থক্ করে'; 'নকনকে'<লক্‌লকে;

দেহে দেহে দেছে আমারে
　　হুক্‌কো-টানা বুড়ো ।।

(১২১)

ঐ বাড়ি এক বুড়ো জাল বোনতেছে,[৩৭১]
আব্বা আমারে বিয়ে দেবে
　　পাল্‌কি গুচাচ্ছে ।
ভাই আমার সংগে যাবে
　　কাপড় গুছাচ্ছে ।
মা আমার কান্দোনী[৩৭২] কানতেছে,
ভাবী আমার ঠেলোনী[৩৭৩] ঠ্যালতেছে[৩৭৪]
আমার আর দুনিয়ায় কেউ নেইরে !!

(১২২)

ঘরের কানাচি ডালিম গাছ্
　　নানান পাখি গায়,
মা-বাপের কথা মনে প'লি[৩৭৫]
　　দেহ ফা'টে[৩৭৬] যায় ।।

(১২৩)

মা আমারে ভাত দেবে
　　থাল মানান করে'
　　বু আমারে সিন্দূর দেবে
　　কোটো মানান করে ।
আব্বা আমারে গরু দেবে
　　গুয়োল[৩৭৭] মানান ক'রে,
ভাই আমারে খ্যাদায়[৩৭৮] দেবে
　　পালকির খুরো ধ'রে ।।

(১২৪)

লেবুর ফুল ফুটিল
বাপের মন ছুটিল[৩৭৯] ।
বাপ যাবে দেখা হবে
　　মা যাবেনা,
মাসে মাসে চিঠি দেবো
　　মা জননী কান্দে'না ।।

---

৩৭১. বোনতেছে<বুনতেছে, বুনতিছে<বুনছে ।। ৩৭২. কান্দো'নী<কাঁদুনে ।। ৩৭৩. ঠেলোনী= যে ঠেলে ।। ৩৭৪. ঠ্যালতেছে<ঠেলতিছে<ঠেল্‌ছে ।। ৩৭৫. প'লি<পড়লি<পড়লে ।। ৩৭৬. ফা'টে <ফেটে ।। ৩৭৭. গুয়োল<গোয়াল ।। ৩৭৮. খ্যাদায়<খ্যাদায়<খেদিয়ে, তাড়িয়ে ।। ৩৭৯. ছুটিল= উতলা হলো ।।

(১২৫)

গাঙের কূলি[৩৮০] ফুল-বাগিচা
রাম-ছাগলে খায়,
তারির[৩৮১] তল্‌দে' দুই মিয়ারা যায়।
আগে যায় দুই মিয়ারা,
পাছে যায় গাড়ী,
দাঁড়াও দাঁড়াও দুই মিয়ারা,
আমি মা-র কান্দন শুনি।।

(১২৬)

আম খা'লাম[৩৮২] পচা পচা
কাঁঠাল খা'লাম না,
দ্যাশে আস্‌ল বর্ষার পানি
মা-রে দ্যাখ্‌লামনা।।

(১২৭)

আল্‌তা দিলাম পায়
সাপোন[৩৮৩] দিলাম গায়
বুড়োর সাথে নিহে[৩৮৪] পুষলি
ক্যামন দ্যাহা যায়।।

খ. আনন্দ-প্রকাশক ছড়া

(১২৮)

আম খাবো ঝুঁড়ি ঝুঁড়ি
কি মজা কি মজা!
জাম খাবো ঝাঁকা ঝাঁকা
কি মজা কি মজা!
কাঁঠাল খাবো খাজা[৩৮৫] খাজা
কি মজা কি মজা!
পদ্মানদীর ইলিশমাছ
কি মজা কি মজা।।

(১২৯)

বোজ বোচিনা[৩৮৬] বোজ বোচিনা
ডালিম গাছের তলে,
চ্যালো সাপে[৩৮৭] কামড় দিলি বউ
হেলে দুলে পড়ে।।

---

৩৮০. কূলি<কূলে।। ৩৮১. তারির<তার।। ৩৮২. খা'লাম<খাইলাম, খেলাম—'ই' ধ্বনির লোপ।। ৩৮৩. সাপোন<সাপান<সাবান।। ৩৮৪. নিহে<নিকে<আরবী নিকাহ্, অর্থ—বিবাহ; প্রচলিত অর্থ—পুনর্বিবাহ।। ৩৮৫. খাজা=পাকা কাঠালের শক্ত রোয়া' বা 'কোষ'।। ৩৮৬. বোজ বোচিনা <প্রেমালাপ।। ৩৮৭. চ্যালো সাপ=এক রকম সাপ; এদের সামান্য বিষ থাকে।।

(১৩০)

তারে নারে মিয়া ভাই
　　কুমড়ো নেলো চোরে।
—কস্‌নেরে[৩৮৮] রাঙা দাদী
　　সালুন দেবো তোরে।।

(১৩১)

ডুমোর[৩৮৯] গাছে কুমোর[৩৯০] নাচে
　　ঘণ্টা গলায় দিয়ে
ও ভাই তোর পায়ে ধরিচি
　　ভাবী আ'নে দেরে।।
বিয়ের কথা শুনে ভাবী
　　নাচনা উঠোয়ছে।
আম গাছে বা'ন্ধে মুগুর,
কল্‌মা পড়ায় ঠাকুর ঠাকুর
মান্দার গাছের মাথায় ফুল
　　কবুল কবুল।।

(১৩২)

একখান চিঠি লিখলাম মাগো
　　চৌকিদারের কাছে,
আর একখান চিঠি লিখলাম মাগো
　　মেলেটারীর[৩৯১] কাছে।
মেলেটারীর বো'র মাথায়
　　লাম্বা লাম্বা কেশ,
আমি থাকি পরের বাড়ি
　　পাগল হলো দেশ।।

গ. প্রেমানুভূতি বা দেহ-সচেতনতামূলক ছড়া

(১৩৩)

আমার বাড়ি যাইও বন্ধু
　　বসতে দেবো পিঁড়ে
জলপান করিতে দেবো
　　শালি ধানের চিড়ে।

৩৮৮. কস্‌নে<বলিস্‌নে।। ৩৮৯. ডুমোর<ডুমুর।। ৩৯০. কুমোর<কুমীর।। ৩৯১. মেলেটারী <মিলিটারী।। ৩৯২. গাছ-পাকানে<গাছ-পাকানো<গাছ-পাকা।।

* পাঠান্তর : বিন্নি।

শালি ধানের চিড়ে দেবো
বিন্দু* ধানের খই,
গাছ-পাকানে৩৯২ সবরী কলা
গামছা-মুড়া দই ।।

(১৩৪)

ঘরের কানাচি বাব্‌রীয়ানা৩৯৪
গুয়ো কাটিছি এলেকদানা৩৯৫ ।
ঘোম প'লে গুয়ো খা'লেনা
ছোট বলে কথা ক'লেনা ।৩৯৬

এই ছোট কি স্যাক্‌না হবোনা ?
দুই হাতে দুই ডালিম৩৯৭ দেবো,
জোরে জোরে কথা কবো—
তোমার কথা ঠগায়৩৯৮ দেবো ।।

(১৩৫)

কিশোর : এই ছেম্‌ড়ি তুই শুনে যা'
লিচু দিবানে,
কিশোরী : লিচু আমি নেবোনা
ক'য়ে দিবানে ।
: এই ছেম্‌ড়ি তুই শুনে যা'
পয়সা দিবানে,
: পয়সা আমি নেবোনা
কয়ে দিবানে ।
: আমরা যদি ছেমড়ি হ'তাম,
বুক ফুলায়ে ঘাটে যা'তাম,৩৯৯
যে চা'তো৪০০ তারে দিতাম
পয়সা নিতাম না ।
: কই মাছ আর মাগুর মাছ
দরে ব্যাচ্‌প না,৪০১
মনের মতো মানুষ পা'লি
পয়সা নেবোনা ।।

৪. বয়স্কদের ছড়া

বয়স্কদের ছড়াগুলোরও কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে :

ক. বাস্তব জীবন-দর্শন ও সত্যকথনমূলক ছড়া ;
খ. সমাজ-চিত্রমূলক ছড়া ;

---

৩৯৪. বাবরীয়ানা=বাবলাগাছের সারি ।। ৩৯৫. এলেকদানা<এলাচীদানা অর্থাৎ অত্যন্ত সরু সরু ।। ৩৯৬. ক'লেনা<বল্‌লে না ।। ৩৯৭. দুই ডালিম=দুই স্তন অর্থে ।। ৩৯৮. ঠগায়<ঠগায়ে<ঠকায়ে <ঠকিয়ে ।। ৩৯৯. যা'তাম<যাইতাম, যেতাম ।। ৪০০. চা'তো<চাইতো ।। ৪০১. ব্যাচপনা <বেচবনা ; 'ব'-ধ্বনির 'প'-তে রূপান্তর ।

* পাঠান্তর : বিন্নি ।

গ. রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক ছড়া ;
ঘ. ঈর্ষামূলক ছড়া ;
ঙ. ঐতিহাসিক তথ্যমূলক ছড়া ;
চ. প্রবচনধর্মী ছড়া ;
ছ. প্রেম বা দেহ-চেতনামূলক ছড়া ;
জ. প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া ;
ঝ. বিবিধ ছড়া।

ক. বাস্তব জীবন-দর্শন ও সত্য-কথনমূলক ছড়া

(১৩৬)

ছিঁড়া কাপড় ঢা'কে[৪০২] পরে
　　সেই বাপের বেটি,
চুল ফুলোয়ে[৪০৩] চুল বান্ধে
　　সেই আস্ত নটি ॥

(১৩৭)

কায়ো ধান খালোরে[৪০৪]
খ্যাদাবার[৪০৫] মানুষ নেই,
খাওয়ার ব্যালায় আছে মানুষ
　　কাজের ব্যালায় নেই ॥

(১৩৮)

বউ, তোরদে' আমার বিশ্বাস নেই,
　　এক হাড়ি ঢোকের অম্বল,
　　তার অর্ধেক নেই ॥

(১৩৯)

গাঙের কূলি তালগাছ,
　　তাইতি কুল্লোর[৪০৬] বাসা,
অমানষির সাথে পিরীত করে
　　আমার এই দশা ॥

(১৪০)

পাখি জাতের এমনি ধারা,
ছুট পা'লি আর দ্যায়না ধরা।

---

৪০২. ঢা'কে<ঢেকে ॥ ৪০৩. ফুলোয়ে<ফুলায়ে<ফুলিয়ে ॥ ৪০৪. খালোরে<খাইলরে, খেলোরে ॥ ৪০৫. খ্যাদাবার<খেদাবার, তাড়াবার ॥ ৪০৬. কুল্লো=শকুনজাতীয় তীক্ষ্ণ নখযুক্ত মৎস্যভোজী এক প্রকার পাখি ॥

শোনরে নিঠুর পাখি
আচায়[৪০৭] করে ভাত দেবো
মাচায় বসে খা'বি।
নল-নাটিদে[৪০৮] খুচা[৪০৯] দেবো
কুত্‌কুতোয়ে[৪১০] চাবি[৪১১] ॥

(১৪১)

আল্লার কাজ আল্লায় করে
বান্দার কি দোষ,
সেই কালে কইলাম সাধু
ধাড়ি-ছাগল পোষ্ ॥

(১৪২)

বলা,[৪১৩] তোর দুই হাতে দুই কলা,
তোর চেম্‌নি[৪১৪] নিয়ে পলা[৪১৫]।
যে দেবে চালাকি,
ঠিক পাবে সে জ্বালাকি ॥

(১৪৩)

ধান ভান্‌তি ক'লি[৪১৬] বউ
করে উড়ামুড়া,[৪১৭]
পানি আনতি কলিবউ
ছোটে টাঙ্গর' ঘুড়া[৪১৮]।

(১৪৪)

এ্যাপ্‌সা বাগুন চ্যাপ্‌সা বাগুন
ঝিনেই[৪১৯] ফেলালাম জালি,[৪২০]
সুনামুখী[৪২১] মা বলিবে
ঘোচ্‌পে[৪২২] মনের কালি ॥

---

৪০৭. আচা=নারকেলের 'মালা' ॥ ৪০৮. নাটিদে<লাঠিদে<লাঠি দিয়ে ॥ ৪০৯. খুচা<খোঁচা ॥ ৪১০. কুত্‌কুতোয়ে<কুত্‌কুতাইয়া, কুত্‌কুত্ করে—পিট্‌পিট করে ॥ ৪১১. চাবি<চাইবি—তাকাবি ॥ ৪১৩. বলা<বলাই, লোকের নাম; (তুচ্ছার্থে) ॥ ৪১৪. চেম্‌নি=চরিত্রহীন কুলটা নারী ॥ ৪১৫. পলা<পলায়ন কর ॥ ৪১৬. ক'লি<কইলে, বল্‌লে ॥ ৪১৭. উড়ামুড়া<ওড়ামোড়া <আড়মোড়া, ইতস্ততঃ ॥ ৪১৮. টাঙ্গর ঘুড়া : পাঠান্তর : ডাঙ্গর ঘোড়া=দ্রুতগামী অশ্ব ॥ ৪১৯. ঝিনেই <ঝিনুক ॥ ৪২০. জালি<অপরিণত, কচি ॥ ৪২১. সুনামুখী<সোনামুখী, পুত্র অর্থে ॥ ৪২২. ঘোচ্‌পে <ঘুচবে ॥

(১৪৫)

হালোয়[৪২৩] ব্যাচে হাল,
বারোইতি[৪২৪] ব্যাচে পান,
বান্দীর গুলাম কহে কথা
তাতে দিওনা কান ॥

(১৪৬)

আপন দেশের ময়না[৪৬৫]
লাথি-চড় খায়না।
ও সুনার ময়নারে,
উঠে চলো ঘরে ॥

(১৪৭)

আলসী তলায় চাল ভেজেনা
কদমতলায় এলো,
ও দিদি, তোর বর আয়চে কালো।
—থাক্‌গে মনে কালো
আমার গড়ন[৪২৬] দেছে ভালো ॥

খ. সমাজ-চিত্রমূলক ছড়া

(১৪৮)

মিয়া বড় ফানা[৪২৭]—
আপনি করে বদকাম,
পরেরে করে মানা ॥

(১৪৯)

সেদিন নেইরে চতে,[৪২৮]
বাস্থন[৪২৯] ভরে নিতে আর খা'তে ॥

(১৫০)

: মোল্লাজী, খুদির জাউ,
— যে খায় তারিরি[৪৩০] দ্যাও।
: মোল্লাজী, গোস্ত-রুটী,
— হাতখান ধরো হাতুনেয়[৪৩১] উঠি ॥

৪২৩. হালোয়<হা'লো=হালচাষী ॥ ৪২৪. বারোইতি<বারুই ; পান-উৎপাদনকারী ॥ ৪২৫. ময়না =যুবতী মেয়ে অর্থে ॥ ৪২৬. গড়ন=গহনা ॥ ৪২৭. ফানা=আরবী শব্দ, অর্থ—বিলীন ; এখানে অর্থ—গলাবাজ ভণ্ড ধার্মিক ॥ ৪২৮. চতে=নাম বিশেষ ॥ ৪২৯. বাস্থন<বাসন, সানকি ॥ ৪৩০. তারিবি<তারে ॥ ৪৩১. হাতুনেয়=বারান্দায়।

(১৫১)

শাক তুললাম খুটে মুটে
বাগুন তুললাম জালি,
শিশু মেয়ে বিয়ে দিয়ে
ঘর করলাম খালি।
ঘর ভরা ধান-চাল,
পুকুর ভরা পানি,
শিশু মেয়ে বিয়ে দিয়ে
ঘর করলাম খালি॥

(১৫২)

আমসক্ত[৪৩২] ঘুর নক্ত[৪৩৩]
খাওরে জামোই খাও,
আমার মা'য়ে মাত্তি মাত্তি[৪৩৪]
বাঁ-পা'র তলে[৪৩৫] যাও॥

(১৫৩)

দিয়া[৪৩৬] নামে টিপি টিপি
সাদা উঠোনের গাদা,
সেইকালে কইলাম সাধু
ননদ মা'রে ফেলা—
নন্দের কি জালা॥

(১৫৪)

দেখ কলির ব্যাপাররে,
বউ ডা'কে কয় স্বামীরে—
তোমার মায় আমাকে গাল দিয়েছে
জোর করে।
তোমার মা-কে তাড়িয়ে দ্যাও,
নইলে আমায় ছাড়িয়ে দ্যাও।
বল্‌লাম কথা ঠিক ক'রে
থাকপনা আর তোমার ঘরে।
ছেলে বলে, মা ভালো চাও,
আমার বাড়ি ছাড়িয়ে যাও।
বেরোও মা এক্ষুণি,
নাই পাঠাবো দক্ষিণি[৪৩৭]।
—আহারে মোর ছেলেরে,
আগে যদি জানতামরে,
দুদ দিতামনা তোর গালে॥

---

৪৩২. আমসক্ত<আমসত্ত॥ ৪৩৩. নক্ত<রক্ত॥ ৪৩৪. মাত্তি<মারতি<মারতে॥ ৪৩৫. বাঁ-পা'র তলে<বাম পায়ের তলে—গোল্লায়, ধ্বংস হয়ে॥ ৪৩৬. দিয়া<দেয়া, বৃষ্টি॥ ৪৩৭. দক্ষিণি<দক্ষিণে—কালাপানি, দ্বীপান্তর॥

(১৫৫)

কলিতি[৪৩৮] কিবা হলো ধর্ম গেলো
　　অধর্মের সার,
কলিকালের বউরা চায়
চোখ-নয়নের বর।
কথা কয় ঠারে ঠারে,
মানেনা ভাসুর-শ্বশুর।
বাড়ির মিন্‌সেরে[৪৩৯] দেখে
লেজ-কাটা কুকুর।
সদাই কয় ছাড়ুক মরুক,
না আনে পান-সুবোরি
আহা মরি দাঁত-কুটোনির[৪৪০] জ্বালায়।
কুড়ের[৪৪১] হাতে পড়ে আমার
কোনো শান্তি নাই॥

(১৫৬)

আমি খেঁকশিয়ালের মা
আমি আর বিয়েবোনা[৪৪২]।
আমার কুঁড়েয় ধরেনা।
হিলা যদি বাঁচে,
মুখ ঢুলোয় ঢুলোয় ক'ব কথা
হিলালদ্দির সাথে॥

(১৫৭)

: বাছের মুল্লার ঝি
খাজনার উপায় কি।
—দিন-চারিক সবুর কর
রসুন বুনিছি॥

গ. রঙ্গ-ব্যঙ্গমূলক ছড়া

(১৫৮)

হল্‌দে পাখি নীলে পাখি,
খায় খাজুরির[৪৪৩] পাতা,
পুতা-জামোই[৪৪৪] ঘরে নিয়ে
কয় গাজুর-গুজুর[৪৪৫] কথা॥

---

৪৩৮. কলিতি<কলিতে, কলি কালে॥ ৪৩৯. মিন্‌সেরে<মিন্‌সেকে, স্বামীকে—অসৌজন্যমূলক॥ ৪৪০. দাঁত-কুটোনি=দাঁত চুলকানি। পান খাওয়ায় অভ্যস্ত মানুষ পান খেতে না পেলে দাঁতের গোড়ায় এক রকম অস্বস্তি বোধ করে; এরই নাম দাঁত-কুটোনি॥ ৪৪১. কুড়ে=অলস॥ ৪৪২. বিয়েবো=প্রসব করব—অসৌজন্যমূলক॥ ৪৪৩. খাজুরির<খেজুরের॥ ৪৪৪. পুতা-জামোই<পোতা জামাই—ছেলের জামাই॥ ৪৪৫. গাজুর-গুজুর=এলোমেলো অবিশ্রাম গল্প, গুজব।

(১৫৯)

আই ডুগ্‌ডুগ্‌ পাই ডুগ্‌ডুগ্‌,[৪৪৬]
চিংড়ে মাছের খোসা,
জুয়ান মাগীর বুড়ো ভাতার
নিত্যি করে গোসা ।।

(১৬০)

সরে শোওরে ডোমের বেটা
গায় দিয়েনা হাত,
বক্‌তে[৪৪৭] ছিলরে ডোমের বেটা
তাইতি খাই তোর ভাত ।।

(১৬১)

হল্‌দি কুটলাম মরিচ কুট্‌লাম
জয় পুতুলের বিয়ে।
গাঙে আয়চে জোয়ার-ভাঁটা
বুড়ো আয়চে নিতি,
ঠ্যাং চলে তার মন চলেনা
বুড়োর বাড়ি যাতি ।।

(১৬২)

: সুন্দরীলো বু,
তোর চুলো-ভরা ঘু।
—থাউক[৪৪৮] মনে ঘু
আমার সোরো[৪৪৯] কুদার[৪৫০] ঘু ।।

(১৬৩)

ঠ্যাকারি[৪৫১] ঠ্যাকার করে,
পাট ফেলে দুকান করে।
ছেলে-মেয়ে দুদ খায়,
ভাতার নিয়ে কুক্‌[৪৫২] দ্যায় ।।

---

৪৪৬. আইডুগ্‌ডুগ্‌ ····=অর্থহীন, ধ্বনি-ব্যঞ্জনা প্রকাশক শব্দমালা ।। ৪৪৭. বক্‌তে=নসীবে, কপালে ।। ৪৪৮. থাউক<থাক্‌ ।। ৪৪৯. সোরো=ছোট—আদরসূচক ।। ৪৫০. কুদা<কোদা—ছেলে অর্থে ।। ৪৫১. ঠ্যাকারি=আদেক্‌লেপনা অভ্যাস যে স্ত্রীলোকের ।। ৪৫২. কুক্‌—পাঠান্তর : কুক্‌কুলি, কুক্‌কুড়ি ; লুকোচুরি খেলার জন্য ব্যবহৃত সংকেত-শব্দ।

(১৬৪)

কপালে ছিল কর্মদশা,
বিয়ে করলাম কর্ণপাশা[৪৫৩]—
একদিন মারলি তিনদিন গোসা ।।

(১৬৫)

বুড়োর জন্যি রানলাম ফিঙে,
বুড়ো উঠে বাজায় শিংগে[৪৫৪] ।
মাগো মা,
আমার বুড়ো যেন আর বাঁচপেনা ।।

বুড়োর জন্যি রানলাম ক্ষীর,
বুড়ো উঠে মারল কিল ।
মাগো মা - - - - - - - ।।

বুড়োর জন্যি রানলাম তাল,
বুড়ো উঠে ছেঁড়ে - - - -[৪৫৫] ।
মাগো মা - - - - - - ।।

বুড়োর জন্যি রানলাম ওল,
বুড়ো উঠে খাজোয় - - - -[৪৫৬] ।
মাগো মা - - - - - - ।।

বুড়োর জন্যি রানলাম খুদ,
বুড়ো উঠে মারল - - -[৪৫৭] ।
মাগো মা - - - - - - - ।।

(১৬৬)

বরাতে ছিল করাতের গুঁড়ো,
ধরলাম ভাতার হলো বুড়ো ।।

(১৬৭)

দশপাহেগের[৪৫৮] দশটা বুদ্ধি
ধলগাঁয়েরা ফাও,[৪৫৯]
মিথ্যে কথা শুনবা যদি
　　কবীর ভিটেয়[৪৬০] যাও ।।

---

৪৫৩. কর্ণপাশা=কান-পাশা পরিহিতা অর্থাৎ কাঁচা বয়সের যুবতী নারী ।।
৪৫৪. শিংগে<শিংগা ।। ৪৫৫. ৪৫৬. ৪৫৭. অশ্লীলতা সূচক ।। ৪৫৮. দশপাহেগের< দশপাখিয়াদের, দশপাখিয়া গ্রামের লোকদের ।। ৪৫৯. ফাও<ফাউ ।। ৪৬০. কবীরভিটে =গ্রামের নাম ।।

(১৬৮)

সাধ সাধ করে আমার
মাগী-পাড়ায়[৪৬১] যাতি,
এক আঙুল ত্যানা জোটেনা
সীতেয়[৪৬২] সিন্দূর দিতি ।।

(১৬৯)

ভায়না গ্রামের এমনি নীলে,[৪৬৩]
এক এক গাছে তিন তিন ঠিলে ।।

(১৭০)

কথার নাম বাঁশপতালি,[৪৬৪]
কথা ফেরে বাড়ি বাড়ি ।
কথার গায় আয়চে জ্বর,
নঙ্গ-নসের[৪৬৫] খ্যাতা দিয়ে কথা
ঠ্যা'সে[৪৬৬] ঠ্যা'সে ধর্ ।।

(১৭১)

আউটি[৪৬৭] দিলাম বাউটি[৪৬৮] দিলাম
যা' দিলি মোর সাজে,
ওমর-প্যাঁচা[৪৬৯] ঘুঙ্‌রী দিলাম
ঠাপ্[৪৭০] দিলি তা' বাজে ।।

(১৭২)

পরের ভাত খাওরে বান্দী
জা'গা চেনোনা,
যে জা'গা খাজোতি[৪৭১] কই
সে-জা'গা খাজোও না ।।

(১৭৩)

ঃ ষোল হাজারী পঞ্চমুখী
কিদে' রান্ধিছ কচুরমুখী ।
—এনু খাঁ'র বেটা তেনু খাঁ,
যেমনি রান্ধিছি তেমনি খা ।।

---

৪৬১. মাগী-পাড়া=বেশ্যালয় ।। ৪৬২. সীতের<সীথেয়, সীঁথিতে ।। ৪৬৩. নীলে<লীলা ।। ৪৬৪. বাঁশপতালি<বাঁশপাতা ।। ৪৬৫. নঙ্গ-নসের<রঙ্গ-রসের ।। ৪৬৬. ঠ্যা'সে<ঠেসে, চেপে ।। ৪৬৭. আউটি=অলংকার বিশেষ ।। ৪৬৮. বাউটি=অলংকার বিশেষ ।। ৪৬৯. ওমর-প্যাচা<কোমর পেঁচানো ।। ৪৭০. ঠাপ=আঘাত—অশ্লীলতাসূচক ।। ৪৭১. খাজোতি<খুজলাতে, চুলকাতে ।।

ঘ. ঈর্ষা-মূলক ছড়া

(১৭৪)

হাটুরে হাট করে
বারোই ব্যাচে পান,
বান্দীর গুলাম কবে কথা
না দেবো তাতে কান ।।

(১৭৫)

ভাতার গেছে মাছ মাত্তি
　　খালোই ভ'রে যা'
শাউড়ী[৪৭২] গেছে গা ধুতি
　　কুমোরী[৪৭৩] ধরে খা'।
ননদ গেছে পাড়ার পরে
　　ঝগড়া বা'ধে যা'
পবন[৪৭৪] তুই বাতাস দে
　　জাউ জুড়োয়ে[৪৭৫] যা' ।।

ঙ. ঐতিহাসিক তথ্যমূলক ছড়া

(১৭৬)

পাইক পাড়া[৪৭৬] হাবুডুবু
　　কড়োই তলা[৪৭৭] ভাসে,
মীরপুরেরা[৪৭৮] পড়ে গেছে
　　অছেল বিশ্বেসের[৪৭৯] ফোসে[৪৮০] ।।

পাঠান্তর

পাইক পাড়া ডুবু ডুবু
　　কড়োইতলা ভাসে,
সুনীর বাঘার পাড়া[৪৮১]
　　দাঁড়ায় পড়ে হাসে ।।*

---

৪৭২. শাউড়ী<শাশুড়ী। যশোরের কোনো কোনো এলাকায় বিকৃত উচচারণ—শাকুড়ী ।। ৪৭৩. কুমোরী<কুমীরে ।। ৪৭৪. পবন=পবনদেব ।। ৪৭৫. জুড়োয়ে<জুড়িয়ে, ঠাণ্ডা হয়ে ।। ৪৭৬. পাইকপাড়া=গ্রামের নাম ।। ৪৭৭. কড়োই তলা=গ্রামের নাম ।। ৪৭৮. মীরপুরেরা=মীরপুর গ্রামের লোকেরা ।। ৪৭৯. অছেল বিশ্বেস<অছেল বিশ্বাস সুদখোর মহাজন। বন্যাজনিত দুর্ভিক্ষের সময় সুদখোর মহাজনদের প্রাদুর্ভাবের ইঙ্গিত এখানে আছে ।। ৪৮০. ফোসে=প্ররোচনায়, কু-পরামর্শ-জালে ।। ৪৮১. বাঘার-পাড়া গ্রামের নাম, এই গ্রামে বাঘারপাড়া অবস্থিত থানা (স্থাপিত : ১৮৬১ খ্রী.)
*১৩৫৫ সালের ভয়াবহ বন্যার স্মৃতি।

চ. প্রবচনধর্মী ছড়া

(১৭৭)

কতো কতো মহারথী
সে পায়না এক রতি।
বাঞ্ছারাম তেলী আ'লেন
ফুটোআচা ঘুরোতি ঘুরোতি ।।

(১৭৮)

কতো কতো বন্ধু গেলেন
ট্যামটেমে[৪৮২] বাজায়ে,
বাকেরুল্লো[৪৮৩] বন্ধু আ'লেন
দো-তারে[৪৮৪] সাজায়ে ।।

(১৭৯)

ঢেঁকী ভাই উঠে বলে
আমি স্বর্গের হাতি,
সকল জা'গায় থাক্‌তি আমার
পাছায় মারে লাথি ।।

ছ. প্রেম বা দেহ-চেতনামূলক ছড়া

(১৮০)

আতার গাছে তুঁতার বাসা
ডালিম গাছে শুঁয়ো,[৪৮৫]
পান খা'য়ে যাও রসের বন্ধু
চেকুন-কাটা গুয়ো ।।

(১৮১)

আমাগের এক মিন্‌সে ছিল
চাষ করত[৪৮৬] ভালো ।
বুম্বাই মূলো[৪৮৭]
ধুন্‌তো তূলো[৪৮৮]
টিপ্‌তো রসের বেদনা[৪৮৯] ।

---

৪৮২. ট্যামটেমে<টুম্‌টুমী, বাদ্যযন্ত্র ।। ৪৮৩. বাকেরুল্লা<বাকেরউল্লাহ্ ।। ৪৮৪. দো-তারা<দো-তারে। ৪৮৫. শুঁয়ো<শুঁয়োপোকা ।। ৪৮৬. চাষ করত=সংগমার্থক ।। ৪৮৭. বুম্বাই মূলো=পুরুষাঙ্গবোধক ।। ৪৮৮. ধুনতো তূলো=সংগমার্থক ।। ৪৮৯. রসের বেদনা=কোমল স্তন অর্থে ।।

এক বালিশি দিয়ে মাথা
তাতে জাতায়[৪৯০] কি জুতা[৪৯১]।
চাষায় কি কতি পারে
নঙ্গ-নসের[৪৯২] কথা ।।

(১৮২)

এত চিঠি নাড়ন চাড়ন
　একখানা চিঠি 'পাঠাওনা,
সাধুর মনতো ভালো বুঝায়না।
　সাধুর কথা মনে উঠ্‌লি
আমার হাতের কলম যুরায়না—
　সাধুর মনতো ভালো বুঝায় না ।।

(১৮৩)

নবীন কবিরাজ,[৪৯৩]
বর্ষা পড়ে টাপুর টুপুর
　ছাঁ'চেয়[৪৯৪] বসে ভেজো,
হাতে আছে হাত-কাটারী[৪৯৫]
কুণা[৪৯৬] কা'টে ওঠো।

ননদ যেন জাগেনা,
আমায় যেন মারেনা।
মনের দুঃখ মনে থাকল
　নবীন কবিরাজ—
এট্টা পানও খা'লেনা।

—উত্তরের পাশে ঘরের কানাচি
　গুদো[৪৯৭]-পলের পালা,[৪৯৮]
তাহার তলে আছে দুডো
　কান-দুগ্‌গার[৪৯৯] বালা।

ঠেলা ঠেলি মা'রেনা,
　জেল[৫০০] যেন পড়েনা
আমায় যেন মারেনা।
: ও নবীন কবিরাজ,
মনের দুঃখ মনে থাকল
এট্টা পানও খা'লেনা ।।

---

৪৯০. জাতায়<যাঁতায়, মইতে।। ৪৯১. জুতা<জুড়া, জুড়ে দেয়া।। ৪৯২. নঙ্গ-নসের< রঙ্গ-রসের।। ৪৯৩. নবীন কবিরাজ=নবীন প্রেমিক।। ৪৯৪. ছাঁ'চে<ছাঁ'চ; চালের প্রান্ত— সোজা যেখানে চালের পানি গড়িয়ে পড়ে।। ৪৯৫. হাত-কাটারী=ছোট ছুরি।। ৪৯৬. কুণা< কোণা।। ৪৯৭. গুদো<গোদা-পচা।। ৪৯৮. পালা=স্তূপ, গাদা।। ৪৯৯. কান-দুগ্‌গার বালা=কর্ণাভরণ বিশেষ।। ৫০০. জেল=অর্থ উদ্ধার করতে পারিনি।।

জ. প্রশ্নোত্তরমূলক ছড়া

(১৮৪)

প্রশ্ন : কুথায় থেকে এলে তুমি
কুথায় তুমার বাস,
কোন্ নারীর গর্ভে ছিলে
পুরো দশমাস ?
কোন্ ঘাটে হ'লে পার
কিসের নৌকাখানি,
দশের কথার জবাব দিয়ে
সভায় বস তুমি।

উত্তর : মক্কা হতে এলাম আমি
মস্তকে আমার বাস,
সতী নারীর গর্ভে ছিলাম
পুরো দশমাস।

সুনার ঘাটে হইচি পার
সুনার নৌকা খানি,
দশের কথার জবাব দিয়ে
সভায় বসলাম আমি ।।*

ঝ. বিবিধ ছড়া

(১৮৫)

এক পয়সাদে কিনলাম সূঁই
খ্যাতা সিয়েলাম[৫০১] বছর দুই।
আমার খ্যাতায় এমনি ওম, [৫০২]
শুতি শুতি আসে ঘোম ।।

(১৮৬)

পানির বাটিতি পান্তাভাত
আচায় দিলাম ঘি,
আমার পরে রাগডা করে
ভাব ডা হলো কি ।।

---

৫০১. সিয়েলাম—পাঠান্তর : সিঙেলাম, অর্থ সিলাই করলাম ।। ৫০২. ওম=উষ্ণতা, গরম ।।
* সাদৃশ্য লক্ষণীয় : যশোর-খুলনার ছড়া, পৃ. ২৮৯, ছড়া নং ২৫৬ (খুলনা)। গ্রাম্য বিয়ের আসরে বরকে পরীক্ষামূলক প্রশ্ন ও বরের উত্তর—একে 'চাঁটি' বলা হয়।

(১৮৭)

ঐ বাড়ির বুড়িরে ভাই
　　বড় কলবল জানে,
চালভাজার গুঁড়ো দিয়ে
　　ইন্দুর-বান্দর মারে ।।
এক রতি সুনারে ভাই,
　　এক রতি রূপো,
তাই দিয়ে গড়ায় দেবা
বুড়ির কানের ঝুঁপো ।।[৫০৩]

(১৮৮)

আঞ্জন[৫০৪] চাই মাঞ্জন[৫০৫] চাই
ফাসা-পা'ড়ে[৫০৬] শাড়ী চাই ।
আজ আমারে মারলি
হাতের চুরি ভাঙ্‌লি ।
হাটে যেন যাওয়া হয়,
এই চুরি যেন আনা হয়—
যে চুরিতি লেখা রয়চে
　　লেছা বিবির নাম ।।

(১৮৯)

কিস্তার[৫০৭] নাম কিচ্‌কিচি[৫০৮]
　　শোনরে ভাই হাঁড়ি,
আগ-দুয়োরে[৫০৯] না গেলি কি আমি
　　কিস্তা কতি পারি ?

(১৯০)

রূপীর আছে রূপ-গুণ
　　বুচির আছে ধান,
টাকাদে কিন্‌বি ধান
　　ঘুরে মরিস্ ক্যান ?

---

৫০৩. ঝুঁপো=কানের ফুল ।। ৫০৪. আঞ্জন<অঞ্জন=কাজল ।। ৫০৫. মাঞ্জন<মাজন ।। ৫০৬. ফাসা পা'ড়ে<পাছা পেড়ে ।। ৫০৭. কিস্তা<কিস্‌সা, গল্‌প ।। ৫০৮. কিচ্‌কিচি=এলোমেলো, উদ্ভট ঘটনা—'কিচিরমিচির'-এর অর্থ ব্যঞ্জনা রয়েছে ।। ৫০৯. আগ-দুয়োর=সামনের দরজা ।।